POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্ ঈমান রাখ।

(আলে ইমরান: ১১১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 32

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 আগস্ট, 2019 6 যুল হাজ্জা 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যুক্তি প্রয়োগ কর, কেননা যাতে তোমাদের যুক্তিতে বুদ্ধিমত্তা ও জ্যোতি প্রকাশ পায় সেই উদ্দেশ্যে সাধু ও পুণ্যবান হও। পবিত্র যুক্তি স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয় যার সঙ্গে এক স্বর্গীয় জ্যোতি প্রযুক্ত হয়। স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ হয়েছে অন্তরসমূহকে আলোকিত করতে। সেটি গ্রহণ করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের যুক্তিতে বুদ্ধিমত্তা ও জ্যোতি প্রকাশ পায় সেই উদ্দেশ্যে সাধু ও পুণ্যবান হও।

একটু বিবেচনা করে দেখ। খোদার দোহাই! যুক্তি প্রয়োগ কর। তোমাদের যুক্তিতে বুদ্ধিমত্তা ও জ্যোতি প্রকাশ পায় সেই উদ্দেশ্যে সাধু ও পুণ্যবান হও। পবিত্র যুক্তি স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয় যার সঙ্গে এক স্বর্গীয় জ্যোতি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তা উপযুক্ত মুক্তোর সন্ধানে থাকে। সেই পবিত্র ব্যবস্থাপনার নিয়ম কানুন প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে। আকাশ থেকে বৃষ্টিবিন্দু নেমে আসে। কিন্তু সেই বৃষ্টি থেকে কোন কোন স্থান ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে আবার কোথাও কন্টকাকীর্ণ গুল্ম লতাই জন্ম নেয়। কোথাও আবার সেই বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্রের গভীরে গিয়ে অপরূপ শোভাময় মুক্তোয় পরিণত হয়।

যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে-

(ফার্সী থেকে) সে বাগানে ফুল ফোটায়, অপরদিকে অনুর্বর ভূমিতে তৃণলতা ও আগাছার জন্ম দেয়।

যদি ভূমি উপযুক্ত না হয় তবে বৃষ্টি কোন উপকারে আসে না, বরং উল্টো ক্ষতি হয়। সেই কারণে স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ হয়েছে অন্তরসমূহকে আলোকিত করতে। সেটি গ্রহণ করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। পাছে না সেই নিষ্ফলা ও অনুর্বর জমির ন্যায় হয়ে তোমরাও আলোর পথ ত্যাগ করে অন্ধকারে চলতে গিয়ে হোঁচট খাও আর অন্ধকার কূপে পতিত হয়ে ধ্বংস হও। আল্লাহ্ তা'লা একজন মমতাময়ী মায়ের চেয়েও অধিক দয়ালু। তিনি চান না তাঁর সৃষ্টি বিনষ্ট হোক। তিনি তোমাদের জন্য হেদায়ত ও আলোর পথ উন্মোচিত করেন। কিন্তু সেই পথে বিচরণের জন্য তোমাদের যুক্তি প্রয়োগ ও আত্মশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। যেভাবে জমিকে কর্ষণ করে প্রস্তুত না করা পর্যন্ত তাতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, অনুরূপভাবে সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা আত্মশুদ্ধি ব্যাতিরেকে স্বর্গলোক থেকে পবিত্র যুক্তি অবতীর্ণ হতে পারে না।

এই যুগে খোদা অপার কৃপা করেছেন, তিনি স্বীয় ধর্ম এবং নবী (সা.)-এর সমর্থনে আত্মাভিমান প্রদর্শন করে সেই জ্যোতির দিকে আহ্বান করতে এক ব্যক্তিতে প্রেরণ করলেন যে তোমাদের মাঝে কথা বলছে। যদি এই যুগে অরাজকতা ও নৈরাজ্য না হত আর ধর্মকে মুছে ফেলার জন্য যতপ্রকার অপচেষ্টা হচ্ছে, সেগুলি না হত তবে সমস্যার কিছুই ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র জাতিসমূহ ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার স্মরণে আছে আর একথা আমি বারাহীনে আহমদীয়াতেও উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটি পুস্তক রচিত ও সংকলিত হয়ে সেগুলি প্রকাশ পেয়েছে। এক বিচিত্র সমাপাতন এই যে, ভারতে মুসলমানের সংখ্যাও ছয় কোটি আর ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সংখ্যা তাই। পরবর্তীকালে রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলিকে হিসেবের বাইরে রাখলেও আমাদের বিরোধীরা প্রত্যেক মুসলমানের হাতে একটি করে পুস্তক ধরিয়ে দিয়েছে। যদি আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমান না থাকত আর 'ইন্নালাহু লা হাফিযুন' (সূরা হিজর: ১০)এর সত্য প্রতিশ্রুতি না থাকত। তবে নিশ্চিত ধরে নিতে পার, ইসলাম আজ পৃথিবীকে বিদায় নিত, এর নাম চিহ্নটুকুও মুছে যেত। কিন্তু এমনটি হতে পারে না। খোদার অদৃশ্য হাত একে রক্ষা করছে। আমার আক্ষেপ ও দুঃখ এবিষয়টি নিয়ে হয় যে, লোকেরা মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, অথচ তারা ইসলাম নিয়ে ততটুকুও ভাবিত হয় না, নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন হয়। আমি একাধিক বার খৃষ্টান মহিলাদের সম্পর্কে পড়েছি যারা মৃত্যুর সময় লক্ষ লক্ষ টাকা খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ওসীয়্যত করে যায়। অধিকন্তু তাদেরকে খৃষ্টধর্মের প্রসারের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে তো আমরা প্রত্যহই দেখি। হাজার হাজার লেডি মিশনরী বাড়ি বাড়ি এবং পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় মানুষের ঈমান হরণ করে। আমি মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকেই দেখি না যে কিনা মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ওসীয়্যত করে গেছে। তবে বিবাহাদি ও জাগতিক প্রথা পালন করতে গিয়ে ভীষণভাবে অর্থ অপচয় করা হয়, এমনকি ঋণ নিয়েও উদার মনে অপচয় করা হয়। কেবল ইসলামের পথে খরচের জন্যই অর্থ থাকে না। আক্ষেপ! আক্ষেপ! মুসলমানদের এর থেকে দয়নীয় অবস্থা আর কি হতে পারে!

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬১-৬৩)

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

মৌলানা আতাউল মুজীব রাশিদ, লন্ডন (শেষ পর্ব)

হযরত আবু বাকার ও হযরত উমর (রা.)-এর যে ঘটনা আপনারা পড়লেন তা আমাদেরকে বর্তমান যুগের মিয়াঁ শাদি খান (রা.)-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। সিয়ালকোটের এই কাঠের ব্যবসায়ী খোদার উপর সব সময় আস্থা রাখতেন। অসচ্ছলতা ছিল কিন্তু ভীষণ উদারমনা ছিলেন। তাঁর নমুনা অসাধারণ ছিল। একবার তিনি ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র বিক্রি করে দেড়শো টাকা সংগ্রহ করেন, উপরন্তু আরও দুইশ টাকা জোগাড় করে হুযুর (আ.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। সেই যুগে এটি অনেক বড় আর্থিক ত্যাগ ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি মজলিসে এবিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন- "মিয়াঁ শাদি খান তাঁর সর্বস্বই দান করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি সেই কাজ করেছেন যা হযরত আবু বাকার (রা.) করেছিলেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৫)

মিয়াঁ শাদি খান এই কথা জানতে পেরে নিজের বাড়ি যান। চতুর্দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন সমস্ত ঘর ফাঁকা হয়ে রয়েছে, কেবল কয়েকটি খাট পাতা ছিল। তিনি সেই মূহুর্তেই সেগুলিকেও বিক্রি করে দিলেন এবং সমস্ত অর্থ হুযুর (আ.)-এর চরণে নিবেদন করলেন এবং হুযুর (আ.) মুখ নিঃসৃত কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পুরণ করে দিলেন।

লক্ষ্য করুন আল্লাহ্ তা'লা এই আত্মোৎসর্গকারী খাদিমকে কিভাবে পুরস্কৃত করলেন। মৃত্যুর পর তার শেষ বিশ্রামকক্ষ (কবর) বেহেশতি মাকবারায় এমন স্থানে তৈরী করা হল যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাযার অনতিদূরেই ছিল। এবং পরবর্তীতে সেটি পবিত্র গন্ডীর মধ্যে চলে আসে।

'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার তৌফিক কোন মানুষ তখনই পায় যখন সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে শেখে। এ সম্পর্কে হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব (রা.) -এর নমুনা স্মরণ রাখার যোগ্য। তাঁর পুত্র হযরত সাহেবযাদা পীর ইফতেখার আহমদ (রা.) বর্ণনা করেন: " আমাদের পরিবারে কোন খরচ ছিল না। আমার পিতা আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আটা আছে? তিনি উত্তর দেন: নেই। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করেন অন্যান্য জিনিস আছে? মা উত্তর দেন: নেই। প্রশ্ন করা হয় জ্বালানী আছে? সেই একই উত্তর আসে। তিনি পকেটে হাত দেন। মাত্র দুই টাকা ছিল। তিনি বললেন: এই পয়সায় তো এত কিছু জিনিস আসবে না। আমি এক কাজ করি, পয়সাটি নিয়ে ব্যবসা করি। তিনি সেই দুটাকা কোন অভাবীকে দিয়ে নিজে নামায পড়তে চলে যান। পথে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য দশ টাকা পাঠিয়ে দেন। ফিরে এসে তিনি বলেন, দেখ আমি ব্যবসা করে এলাম। এখন সব কিছু কিনে আন। আল্লাহ্ তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় করলে কখনও কমে যায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। "

(ইনামাত খুদাবন্দে করীম, পৃষ্ঠা: ২২১-২২২)

ধর্মের পথে আর্থিক কুরবানি করার একটি মহান দৃষ্টান্ত হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের। লন্ডন মিশনে ষাটের দশকে জামাতে আহমদীয়া বিল্ডিংয়ের কেন্দ্রের বর্তমান দুটি ভবনকে (সেগুলি অনেক পুরনো হয়ে গিয়েছিল) ভেঙ্গে নতুন করে বড় কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়। যেখানে দুটি বড় হল থাকবে, এছাড়াও থাকবে অফিস এবং দুটি বড় ও একটি ছোট থাকার ঘর। এই নির্মাণ কার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য জামাতের কাছে প্রয়োজনীয় এক লক্ষ পাউন্ড ছিল না। জামাতের কাজের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে সুদে লোন নেওয়াও জামাতের রীতি নয়।

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টার পর যখন কোন উপায় বেরিয়ে এল না, তখন হযরত চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ সাহেবের কাছে আবেদন করা হয়, যে তিনি কি সেই অর্থ দিতে পারেন যা পরবর্তীতে কিস্তিতে পরিশোধ করে দেওয়া হবে? তিনি তাতে সম্মতি জানান। কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিপত্র তৈরীর প্রস্তাব দেওয়া হল এই মর্মে যে, চৌধুরী যাফরুল্লাহ সাহেব জামাতকে এক লক্ষ পাউন্ড দিবেন এবং জামাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব নিবে। একদিন সন্ধ্যায় চুক্তিপত্রটি চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ সাহেবকে দেওয়া হল। তিনি বললেন, আমি চিন্তাভাবনা করার পর স্বাক্ষর করে কালকে ফেরত দিয়ে দিব।

পরের দিন সকালে চৌধুরী যাফরুল্লাহ সাহেব বললেন, আমি এ বিষয়ে চিন্তা করেছি এবং সততার সাথে আমি যখন ভেবে দেখলাম, আমার আত্মা আমাকে বলল! হে যাফরুল্লাহ্ খান! আজ তুমি যা কিছু অর্জন করেছ তা সবই জামাতের কল্যাণে। এখন কি তুমি সেই হিতৈষী জামাতকে পরিশোধনীয় ঋণ দিতে চাও? আমার আত্মা আমাকে ধিক্কার জানালো এবং আমি নিজের আশয় সম্পর্কে অতিশয় লজ্জিত হলাম। আমি অনেক ইসতেগফার করলাম। সেই মূহুর্তেই আমি মনস্থির করলাম যে, কাঙ্খিত অর্থ ঋণ হিসেবে নয়, বরং হৃতমান দান হিসেবে জামাতের কাছে উপস্থাপন করব। তিনি সেই চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং এক লক্ষ পাউন্ডের চেক ততক্ষণাৎ জামাতের হাতে তুলে দিলেন। এবং এও আবেদন জানান যে, এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ছাড়া যেন কাউকে আমার জীবদ্দশাতে অবগত না করা হয়। এটি কুরবানীর বিনয় এবং নিষ্ঠার কি অসাধারণ নমুনা ছিল!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তা বিভিন্ন সময়ে নিত্যনতুন রূপে প্রকাশ পেত। একটি ছোট্ট উদাহরণ উপস্থাপন করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর এক সাহাবী সাঁই দিওয়ান শাহ বার বার কাদিয়ান আগমণের কারণ বর্ণনা করে বলেন: " আমি যেহেতু দরিদ্র মানুষ। চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। কাদিয়ান আসি যাতে সেখানে অতিথিশালায় খাট বুনে দিয়ে আসি আমার মাথা থেকে চাঁদার ঋণ শোধ হয়ে যায়। "

(আসহাবে আহমদ, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯)

সম্পদ থাকলে তার চাহিদা এবং তা লাভ করার বাসনা থাকা সত্বেও ধর্মীয় প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য নিঃসন্দেহে সাহসিকতার দরকার হয় এবং তা মহাপুণ্যের কারণ। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও খোদার পথে খরচ করা, এমনকি সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেওয়া সত্যিই ধৈর্য্য এবং ত্যাগের এক উচ্চ মযার্দা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আরেক সাহাবীর ঘটনা উপস্থাপন করছি যার সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে। হযরত বাবু ফকীর আলি সাহেব (রা.) অমৃতসরে ছিলেন, সেই সময় হুযুর (আ.)-এর পক্ষ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য এক ব্যক্তি এসে পড়েন। নগদ অর্থ ছিল না, তাঁর কাছে পাত্রে কেবল আধ সের আটা রাখা ছিল। তিনি সেটুকুই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন এবং সেই রাত তিনি ও তাঁর পরিবার অনাহারে কাটান!

(আল-ফযল, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৭৭)

আর্থিক কুরবানীর মহত্বকে বাহ্যিক পরিমাপের দৃষ্টিতে বিচার করলে বোঝা যায় না, বরং তা উপলব্ধি করা যায় কুরবানীর নেপথ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে। হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব মরহুম এডভকেট সারগোধা সাহেব একজন আহমদী 'সাক্কা'-র (মধ্যযুগে চামড়ার থলিতে পানি সরবরাহকারী) ঘটনা অনেক বার শুনিয়েছেন। তাঁর কাজ ছিল শহরের নর্দমার সাফাইকর্মীদেরকে মশক বা চামড়ার থলি দিয়ে পানি সরবরাহ করা। (সেই যুগে) তাঁর মাসিক আয় ছিল ৩২ টাকা। সেই সেই আয় থেকে তিনি প্রতি মাসে ২০ টাকা হারে নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং ১২ টাকায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। নিঃসন্দেহে কুরবানীর এই মান অতি উচ্চ ও ঈর্ষণীয় এবং অনেকের জন্য তা শিক্ষণীয় বিষয়।

কাদিয়ানের এক দরবেশের কুরবানীর এ কেমন উদ্দাদনা ছিল যা শুনে আমাদের হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হয়। শামসুদ্দীন সাহেব দরবেশ শারিরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। সর্বক্ষণ একটি ছোট্ট ঘরে পড়ে থাকতেন। ওসীয়ত ব্যবস্থাপনার সূচনা হয় ১৯০৫ সালে। তিনি ১৯১৯ সালে এর অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু এই প্রতিবন্ধীর উদারমনষ্কতা দেখুন, তিনি ১৯০১ সাল থেকেই ওসীয়তের চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। তিনি আজীবন চাঁদা দিয়ে গেছেন, এমনকি ভবিষ্যতের জন্য তিনি চাঁদা দিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ওসীয়তের চাঁদা দিয়ে রেখেছিলেন, অথচ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৫০ সালে। যেন তিনি প্রতিকী ভাষায় বলতে চেয়েছিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সর্ব প্রথম আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন এবং যেন তাঁর বাসনা ছিল ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেঁচে থেকে ইসলামের সেবা অব্যাহত রাখা। কুরবানীর এই অনন্য প্রেরণা ছিল একজন প্রতিবন্ধী মানুষের। তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না, এমনকি পাশ ফিরে শুতে পারতেন না। তাঁর জিহ্বাতেও জড়তা ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তর আকুল ছিল এবং কুরবানীর প্রেরণায় পূর্ণ ছিল!

(ওহ ফুল জো মুরঝা গায়ে, রচয়িতা: ফায়েয আহমদ গুজরাতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০-৬২)

চরম সংকট ও বিপদের সময় আন্তরিক আবেগ-অনুভুতিকে বিসর্জন দিয়ে খোদা তা'লার পথে কুরবানী পেশ করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর অগণিত উদাহরণ আহমদীয়াতের ইতিহাসে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হযরত কাযি মুহম্মদ ইউসুফ সাহেব (রা.) পেশাওয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: উযিরাবাদের শেখ পরিবারের এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার পিতা কাফন ও দফনের জন্য ২০০ টাকা সঞ্চিত রেখেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লঙ্গর খানার খরচের জন্য চাঁদা দানের আহ্বান জানান। তাঁর কাছেও চিঠি যায়। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে টাকা পাঠানোর পর লেখেন আমার যুবক পুত্র প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আমি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থার জন্য দুইশ টাকা সঞ্চিত রেখেছিলাম যা আপনাকে পাঠালাম। পুত্রকে তার নিজের পোশাকে দাফন করলাম।

কোন মানুষের জীবনে এমন পর্যায় আসা কি সম্ভব যখন তাকে বলা হবে যে, তোমার আর আর্থিক কুরবানি করার প্রয়োজন নেই? বাহ্যতঃ

এরপর ১১ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

বিশেষকরে এই তিনটি দিনে জগতের প্রতি মোহ ও ভাবাসাকে একেবারে নিরুত্তাপ রাখতে হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করার জন্য, তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ অর্জন করার জন্য সমস্ত দিক ওদৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করা আবশ্যক। এই জলসা এই উদ্দেশ্যেই আয়োজিত হয়েছে যেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

আমাদের প্রত্যেকটি কর্মে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আভাস চোখে পড়া উচিত।

আমাদের দোয়া করা উচিত, আমরা যেন সেই সমস্ত লোকেদের অন্তর্ভুক্ত না হই যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা বিরাগভাজন হয়েছেন, বরং আমরা যেন সেই সমস্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের সম্পর্কে খোদা উল্লেখ করেছেন। আমরা যেন খোদার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী হই আর হৃদয়ের অন্ধকারকে বিদীর্ণকারী হই।

আল্লাহ্ তালা সেই ব্যক্তিকে অশেষ দানে ভূষিত করেন যে খোদা তা'লার কারণে নিজ ভাইকে ভালবাসে। অতএব এই দিনগুলিতে পারস্পরিক মনমালিন্য দূর করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসা সালানাকে আল্লাহ তা'লার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

জগতবাসীকে বলুন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থায় এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

পদাধিকারীদের বিশেষ দায়িত্ব হল তাদের মধ্যে যেন সহনশীলতার গুণ বিকশিত হয়। তারা যেন নিজেদেরকে সব সময় জামাতের সেবক মনে করেন এবং জামাতের সদস্য এবং জলসায় অংশগ্রহণকারী পদাধিকারীদেরকে জামাতের প্রতিনিধি মনে করেন।

পদই মূল জিনিস নয়, বরং আসল জিনিস হল বয়আতকে স্বার্থক করে তোলা।

আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করেছেন, এটি প্রথম পদক্ষেপ, শেষ নয়। পরম মার্গে উপনীত হতে হলে সেই শিক্ষা অনুশীলন করা আবশ্যক যা আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদীর চেহারা পিছনে আহমদীয়াতের চেহারা রয়েছে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চেহারা রয়েছে, ইসলামের চেহারা রয়েছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হল সেই চেহারাগুলিকে রক্ষা করা।

জলসা সালানা জার্মানীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রদত্ত শিক্ষার উপর আমল করে জলসা সালানার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৫ জুলাই , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৫ ওফা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

জার্মানীর কার্লরুয়েস্থ ডি.এম. এরিনায় প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর০৫ জুলাই ২০১৯ মোতাবেক ০৫ তবুক ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: (হুযূর জিজ্ঞেস করেন, হলের) শেষ পর্যন্ত শব্দ ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে কিনা? আপনাদের ব্যবস্থা আছে তো? চেক করেছেন কি?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তা'লার যেসব কৃপা এবং পুরস্কার লাভ করেছি তার মাঝে একটি সালানা জলসার রূপে আমাদের লাভ হয়েছে। এটি অনেক বড় একটি কৃপা এবং পুরস্কার যা আমরা লাভ করেছি, যেন আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং জ্ঞানগত উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন আর তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি উপকরণ সৃষ্টি করতে পারি। পরস্পরের অধিকার প্রদানের জন্য নিজেদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করতে পারি আর জলসার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার পেছনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে পারি। পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং দূরত্বকে মিমাংসা ও নৈকট্যে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারি। নিজেদেরকে বৃথা কর্ম থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সমস্ত বিষয়কে জলসাপ্রবর্তনের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আহমদীদের অনেক বড় একটি অংশ সারা বছর সালানা জলসার জন্য অপেক্ষায় থাকে। আর ক্যালেন্ডারে পরবর্তী বছর আরম্ভ হতেই অধীরে আগ্রহে তারা দিন গুণে আর জলসা অনুষ্ঠানের আগ্রহ অনেক বেশী বেড়ে যায়। এখানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষা করে যারা দীর্ঘদিন থেকে এখানে বসবাস করছে। আর বিশেষ করে যারা সদ্য পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে এবং স্বীয় পরিস্থিতির কারণে এখানে অভিবাসন গ্রহণ করেছে, আইনী প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা সেখানে জলসার আয়োজন করতে পারে না এবং এক দীর্ঘ সময় থেকে তারা জানেই না যে, জলসা কী জিনিসতারা

অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষারত থাকে। আর এই সংখ্যাও এখন শত শত থেকে কয়েক হাজারে উপনীত হয়েছে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ থেকে শুধুমাত্র জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আর বহু সংখ্যায় মানুষ এখন জার্মানীতে আসছে। এ বছর তো আফ্রিকারও কতিপয় দেশ থেকে কিছু লোক জলসায় এসেছে, যাদের মাঝে সেখানকার স্থানীয়রাও অন্তর্ভুক্ত। জলসার অনুষ্ঠিত করার পেছনে যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রয়েছে তা অর্জনের চেষ্টা করার জন্য জলসায় অংশগ্রহণের আগ্রহ রাখা হয় এবং জলসার জন্য অপেক্ষা করা হয় এবং করা উচিত । যে ব্যক্তি এই চিন্তাচেতনা রাখে না এবং এই নিয়্যতে জলসায় অংশগ্রহণ করে না, তার জন্য জলসার অপেক্ষা করাও বৃথা আর জলসায় অংশগ্রহণ করাও বৃথা ও নিরর্থক। অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, সে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করছে কিনা, বা এই নিয়্যতে জলসায় অংশগ্রহণ করছে কিনা, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করছে কিনা, উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রদর্শন করে পরস্পরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করছে কিনা, অথবা এই চিন্তাচেতনার সাথে এখানে এসেছে কিনা। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, (তার) জলসায় যোগ দেয়া অর্থহীন আর জলসায় অংশগ্রহণ তার জন্য কোন উপকার বয়ে আনবে না। পরিবেশ অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু পরিবেশের এই প্রভাবকে গ্রহণের জন্য মানুষের স্বীয় প্রচেষ্টারও ভূমিকা রয়েছে। অতএব এর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন সেই সমস্ত বিষয় অর্জন করা সম্ভব হয় এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জনকারী হতে পারি। আর জলসায় আগত লোকদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃত দোয়া সমূহেরও যেন আমরা উত্তরাধিকারী হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা এই চিন্তাচেতনার সাথে জলসায় অংশগগ্রহণ করে না, আর নিজেদের কর্মে সে অনুযায়ী পরিবর্তন আনে না। তিনি বলেন,

আমি মোটেই চাই না যে, বর্তমান যুগের পীরজাদাদের মতো শুধুমাত্র জাগতিক প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখানোর জন্য নিজ অনুসারীদের একত্রিত করব। বরং সেইচূড়ান্ত লক্ষ্য যার জন্য আমি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি তা হলো আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি অর্থাৎ মানবের সংশোধন।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

অতএব তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং লোক দেখানোর জন্য মানুষকে একত্রিত করা (জলসার) উদ্দেশ্য নয়, যেমন কিনা গদ্দিনশিন পীরেরা উরস এবং মেলার নামে মানুষকে একত্রিত করে থাকে। তিনি বলেন, বরং সেই লক্ষ্য, যার জন্য আমি জলসার এই রীতি অবলম্বন করেছি, তাহলো,আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি অর্থাৎ মানবের যেন সংশোধন হয়। তারা যেন আল্লাহ্র অধিকারও প্রদানকারী হয় আর পরস্পরের প্রাপ্যপ্রদানকারী হয়। আর যারা নিজেদের সংশোধন করে না তাদের প্রতি তিনি (আ.) কেবল অসন্তুষ্টিই প্রদর্শন করেন নি বরং ঘৃণাও প্রকাশ করেছেন। ত্রিশ হাজার, পঁয়ত্রিশ হাজার বা চল্লিশ হাজারও যদি উপস্থিতি হয়ে থাকে তাহলে কী লাভ, যদি তাঁর অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাসনাকে পূর্ণ করে বয়আত করার পরও আমরা নিজেদের হৃদয়ে জগতের প্রতি মোহ রাখি আর আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা এই জাগিতক আকর্ষণের ওপর প্রাধান্য না রাখে, আর আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) এর নির্দেশাবলী অনুযায়ী আমরা নি জেদের জীবন যাপন না করি, আর এই তিন দিনেও ইহজগতই আমাদের সামনে থাকে। অতএব এসব বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

কিছুদিন পূর্বে রমজান মাস শেষ হয়েছে, যা এক আধ্যাত্মিক সংশোধন এবং উন্নতির মাস ছিল। যাতে ব্যক্তিগত ইবাদত, রোযা এবং যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার সুযোগ প্রত্যেক মু'মিনেরই লাভ হয়েছে। আর এখন আরো একটি তিন দিনের ক্যাম্প এসেছে যাতে ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত উন্নতির সুযোগের পাশাপাশি ইবাদত এবং যিকরে ইলাহীর পরিবেশও লাভ হয়। আর এই সমস্ত বিষয়ের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উত্তম সুযোগ । সবাই একত্রিত হয়ে ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়, নফলও আদায় করে, তাহাজ্জুদ পড়ে। নিজ নিজ ভাষায় এবং মনে মনে যিকরে ইলাহী করলেও যেহেতু সবাই একসাথে তাতে রত হয় তাইতা-ও যিকরে ইলাহীর একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ। আমরা যদি তা থেকে উপকৃত না হই তাহলে কখন আর কীভাবে আমরা তা করব।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের ওপর অনেক বড় এক দায়িত্ব অর্পণ করেছেনআর নিজ মান্যকারীদের কাছে অনেক বড় আশা ব্যক্ত করেছেন। এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় । এই পরিবেশে সত্যিকার অর্থে তখনই কল্যাণকর হবে যখন আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে জগতের প্রতি মোহ লোপ পাবে। এই জগতে বসবাস করে জগতের প্রতি মোহকে খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে গৌণ জ্ঞান করা অনেক বড় একটি বিষয়। আর এটিই মানুষকে প্রকৃত মু'মিন বানায়। জলসার এই তিন দিনের পর জাগতিক কাজকর্মও করতে হবে। কিন্তু এই অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষন এবং যোগদানের উপকার তখন হবে যখন আমরা জাগতিক কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও ধর্মকে জগতের ওপর অগ্রগণ্য করব। এই তিন দিনে বিশেষভাবে জগতের প্রতি মোহকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে।

আমরা এখানে জলসার দিনগুলোতে এটিও দেখি যে, বাজারের সুযোগ সুবিধাও সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে দোকান খোলা হয়, আর জাগতিক জিনিসপত্রও সেখানে ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণকারীরাও আর বাজারের ব্যবস্থাপকরা এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন যে, বাজারে ঘোরাফেরা করা আর শপিং করা, আর নিজের জিনিসপত্র চড়া লাভে বিক্রয়ের চেষ্টা করা হলো জাগতিকতা। তাই ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই তা এড়িয়ে চলুন আর জলসায় অংশগ্রহণকারীউভয় পক্ষজলসার অনুষ্ঠানমালা মনোযোগ সহকারে শুনুন। এরপর বিরতির সময়গুলোতে, উভয়েরই অধিকার রয়েছে, উভয়েরই বাজারে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে কিন্তু বাজারের অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করুন। আর বাজারের অধিকার হলো, সেখানে চলাফেরার সময় পরস্পরকে সালাম করুন, যিকরে এলাহীতে রত থাকুন, কোন জিনিস দেখে দোকানে ভিড় জমিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবেন না। দোকানদার ন্যায্য লাভে নিজের জিনিস বিক্রয় করুন। কারো সীমাবদ্ধতার সুযোগে অন্যায় লাভ করবেন না। আমি যেমনটি বলেছি, বাজারেও যিকরে এলাহীতে রত থাকুন। আর যারা বিক্রেতা রয়েছে তারাও যেন এই সময়ে যিকরে ইলাহীতে রত থাকে, যেমনটি আমি বলেছে। এ বাহ্যিক রীতিগুলো যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে আমাদের হৃদয়ের অবস্থাও পরিবর্তিত হবে আর আমাদের মাঝে তাকওয়াও সৃষ্টি হবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসাও সৃষ্টি হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে এসব পুণ্যসৃষ্টি এবং তাকওয়ার মান উন্নত করার জন্য আরো বলেন,

এই জামা'তকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা, যা এ যুগে পাওয়া যেত না, সেটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

অপর এক স্থানে তিনি আমাদেরকে তাকওয়ার মান উন্নত করার নসীহত করে বলেন,

"হে যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত মনে কর, আকাশে তোমরা তখনই আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে যখন প্রকৃত অর্থে তাকওয়ার পথে পদচারণা করবে। "

(কিশতিয়ে নূহ,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫)

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য এবং ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন,

নিজেদের হৃদয়ে খোদা তা'লার মাহাত্ম্য সৃষ্টি কর, আর তাঁর তৌহীদের স্বীকারোক্তি শুধু মৌখিকভাবে নয় বরং ব্যবহারিকভাবে দাও যেন খোদা তা'লাও কার্যত তোমাদের প্রতি নিজ সন্তুষ্টি এবং কৃপা প্রকাশ করেন।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০,পৃ: ৩০৮)

অতএব এগুলো হলো সেই কথা যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আমরা কীভাবে প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করব। কোন একটি বিচ্ছিন্ন পুণ্য করা তাকওয়া নয়। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে এটিও বলেছেন যে, সকল প্রকার পুণ্যকর্ম করা আর খোদা তা'লা এবং তাঁর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: মুত্তাকি এবং স্বচ্ছ হৃদয়ের এমন মানুষ যার মুখের কথা কটু শোনালেও তা সত্য।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

বান্দাদের সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা হলো প্রকৃত তাকওয়া।

(পরিশিষ্ট, বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ২১০)

এ দিক থেকে আমরা যদি যাচাই করি তাহলে আমাদের সামনে আমাদের অবস্থার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কতিপয় ব্যক্তি বাহিরে জামা'তী কাজে খুব ভালো কিন্তু ঘরে স্ত্রী-সন্তানরা তাদের প্রতি বিরক্ত। আবার কেউ কেউ ঘরের দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি তাদের মনোযোগ নেই;এরূপ অভিযোগও আসে। কেউ কেউ বাহ্যত ইবাদতকারী হলেও সমাজে পারস্পরিক লেনদেনে তারা একে অপরের অধিকার হরণকারী। কেউ কেউ জগতবাসীর সামনে কোন কোন নেক কর্মসম্পাদন করে থাকে কিন্তু তা শুধু লোক দেখানোর জন্য। আর তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিয়্যত সম্পর্কে অবগত আর তিনি সর্বাবস্থায় আমাদেরকে দেখছেন। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার জামা'তভু ক্ত বলে গণ্য হবার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জন করার জন্য, তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার স্নেহ ও কৃপা লাভেরজন্য সকল দিক এবং সকল আঙ্গিকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করা প্রয়োজন। আর এই জলসার আয়োজন এ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যেন পুণ্যকর্ম করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। বক্তারানিজেদের বক্তৃতায় এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা অব্যাহত রাখন। আমাদেরকে এক বিশেষ পরিবেশে রেখে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা অব্যাহত রাখা উচিত অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি কর্মে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের দ্যুতি দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণ বান্দা তারাই হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'লা তুলহিহিম তিজারাতুনওয়া লা বাইউন আন যিকরিল্লাহ্।' (সূরা নূর, আয়াত: ৩৮) অর্থাৎ যাদেরকে কোন ব্যবসা এবং কোন ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের বিষয়ে উদাসীন করতে পারে না। তিনি বলেন, হৃদয় যখন খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করে নেয় তখন তা আর তাঁর থেকে পৃথ ক হয়ই না। তিনি বলেন, এই অবস্থাটি এভাবে বুঝা যায়। যেমন কারো সন্তান যদি অসুস্থ হয় তাহলে সে যেখানেই যাক, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুকনা কেন, তার হৃদয় এবং মনোযোগ সেই সন্তানের মাঝেই নিবদ্ধ থাকবে। একইভাবে যারা খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা গড়ে তারা কোন অবস্থাতেই খোদা তা'লাকে ভুলে না।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২০-২১)

অতএব এই হলো সেই অবস্থা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান। আর এই অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টার জন্যই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমাদের মাঝে প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত আর খোদা তা'লার কাছে দোয়াও করা উচিত যেন আমরা এই অবস্থা অর্জন করতে পারি। আর আমরা যদি(নিজেদের মাঝে) এই অবস্থা সৃষ্টি করি এবং এর জন্য চেষ্টা করি তখন আল্লাহ্ তা'লাও আমা দেরকে স্মরণ রাখবেন। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন- উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরুকুঅতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান যাদের যিকের আল্লাহ্ তা'লা করেন, তাদেরকে স্মরণ রাখেন। আমাদের প্রভুআমাদেরকে শুধু এ কারণেই এত দান ধন্য করছেন যে, আমরা জাগতিক ব্যস্ততার ভেতর নিজ প্রভুকে ভুলি নি। আর এই দিনগুলোতে আমাদের বিশেষভাবে এর জন্য চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা খোদা তা'লাকে প্রকৃত অর্থে স্মরণ করি যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কথা স্মরণ রেখে নিজ কৃপার উত্তরাধিকারী করবেন।

অতএব জলসায় আগমনকারীরাও আর দায়িত্ব পালনকারীরাও এই দিনগুলোতে যিকরে ইলাহীতে মশগুল থাকার চেষ্টা করুন। আর খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হওয়ার চেষ্টা করুন। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় বিষয় আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের স্মরণ রাখবেন। অতএব তা অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত তবেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুযায়ী আমরা সর্গে তাঁর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর এই শব্দাবলী আমাদের জন্য চিন্তার কারণ হওয়া উচিত যে, আকাশে আমার জামা'ত হিসেবে তখন গণ্য হবে যখন সত্যিকারঅর্থে তাকওয়ার প থে পদচারণা করবে। বয়আতের পর আমাদের মাঝে অনেকেই আছে যারা নিজেদের প্রিয়জনদের পক্ষ থেকে তিরস্কৃ ত হয়েছে। আপনাদের অনেকেই হিজরত করে এখানে একারণে এসেছেন যে আহমদী হওয়ার কারআপনাদেরকে আহমদী বিরোধীদের শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশীয় আইন আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও আর এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও যা পাকিস্তানে বা অন্যান্য আরো কিছু দেশে আহমদীরা সহ্য করে যাচ্ছে, অথবা আপনাদের মাঝ থেকেও কেউ কেউ তা সহ্য করে থাকবেন, কিন্তু তারপরও আমরা নিজেদের কর্মের কারণে যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের অন্তর্ভু ক্ত বলে গন্য না হতে পারি আর সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত না হতে পারি, যাদের উল্লেখ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ করেন,তাহলে এটি কতই না লোকসানজনক ব্যবসা। অতএব এই দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন, আর আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আমরা যেন তাদের মাঝে গণ্য না হই যাদের প্রতি খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট। বরং (আমরা যেন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ করেন। আমরা যেন খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী হই, নিজেদের হৃদয়ের অমানিশাকে দূরীভূতকারী হই। এখানে জলসার অনুষ্ঠান চলাকালেও আর বিরতির সময়ও এবং রাতের বেলায়ও আল্লাহ্যিকেরের পাশাপাশি এই দোয়া করুন এবং এইঅঙ্গীকার করুন যে, হে খোদা! আমরা পবিত্র নিয়্যতে তোমার মসীহ্র প্রবর্তিত এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছি, যা নিশ্চিতভাবে তোমার বিশেষ সাহায্যসমর্থন এবং অনুমতি সাপেক্ষে আরম্ভ হয়েছে। এতে আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জ ন এবং তোমার স্মরণে অগ্রগামী হওয়া আর তোমার ভালোবাসা লাভের জন্য অংশগ্রহণ করছি। অতএব তুমি নিজের সেই সমস্ত কল্যাণে আমাদের ভূষিত কর যা তুমি এই জলসার সাথে সম্পৃক্ত করেছ। আর আমাদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধন কর যা তুমি চাও এবং যার প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে এ যুগে প্রেরণ করেছ, যেন আমরা প্রকৃত অর্থেই তাঁর হা তে বয়আতকারী হতে পারি। অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করে এবং দরূদ ও ইস্তেগফারে রত থেকে এ দিনগুলো অতিবাহিত করি, নিজেদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করি, তখন আমাদের ইবাদতের মানও উন্নত হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের কারণে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদানকারীও হতে পারব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব জলসার একটি উদ্দেশ্য এটিও উল্লেখ করেছিলেন যে, জামা'তের সদস্যদের মাঝে যেন পারস্পরিক ভালবাসা এবং পরিচয় বৃদ্ধি পায়। অতএব নবাগতদের সাথে আহমদীয়াতের সম্পর্কের কল্যাণে ভালোবাসা এবং পরিচিতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পুরোনোদের সম্পর্কের গণ্ডিতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়াও আবশ্যক। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার খাতিরে নিজ ভাইকে ভালোবাসে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশেষ দানে ভূষিত করেন। অতএব এই দিনগুলোকে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করার মাধ্যম-এ পরিণত করুন। এমন যেন না হয় যে, যাদের মাঝে পারস্পরিক মনোমালিন্য রয়েছে সামনাসামনি হলে পারস্পরিক মনোমালিন্য রাগারাগিতে পর্যবসিত হবে আর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পাবে। আর এভাবে তারা জলসার পরিবেশ নষ্ট করার কারণ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হওয়ার পরিবর্তে তাঁর অভিসম্পাত এবং অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে পড়বে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সালানা জলসাকেও আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব যারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর পবিত্রতাকে পদদলিত করার কারণ হয় তারা আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন হয়।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৮৯)

অতএব এটি ভয় করার মত বিষয়। যাদের মাঝে মনোমালিন্য রয়েছে তাদের উচিত তাৎক্ষণিকভাবে পরস্পরের প্রতি মিমাংসার হাত প্রসারিত করা আর এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে আমিত্বের খোলসে বন্দি হওয়ার পরিবর্তে এবং বিদ্বেষের অনলে জ্বলার পরিবর্তে শান্তি ও সম্প্রীতির সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা। মহানবী (সা.) এর এই নির্দেশকে আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, মুসলমান হলো সে যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস: ১০)

আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, এই নির্দেশ আমা দের অবস্থার চিত্র তুলে ধরে কিনা, আমাদের কর্ম এই নির্দেশের অধীনস্ত কিনা, আমরা কি দাবির সাথে বলতে পারি যে, আমরা শতভাগ এর ওপর আমল করি। যদি এটি সত্য হয়ে থাকে, যা প্রত্যেকেরই দাবী, তাহলে আমাদের কাযা বা বিচার বিভাগে কোন অভিযোগ আসার কথা নয়। আর দেশীয় আদালত সমূহে

অধিকারের জন্য কোন মামলা হওয়ার কথা নয়। বড়ই আক্ষেপের সাথে আমাকে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, কতিপয় লোক এখানে জলসায় আসে আর সামান্য বিষয়ে, পুরণো বিদ্বেষ ও মনোমালিন্যের কারণে জলসার দিনগুলোতে এই পরিবেশেও হাতাহাতি আরম্ভ করে এবং মারামারি শুরু হয়ে যায়। কখনো কখনো পুলিশও ডাকতে হয়। এটি কি একজন মু'মিনের শোভা পায়? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তভুক্ত ব্যক্তির আমল কি এরূপ? নিশ্চয় নয়, এমন লোকদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা জামা'ত থেকে বহিষ্কার করুক বা না করুক, নিজ কর্মের কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে জামা'ত থেকে বেরিয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উক্তি অনুযায়ী তারা স্বর্গে তাঁর (আ.) জামা'তভুক্ত নয়।

অতএব আত্মপর্যালোচনা করুন, দ্বিমুখী আমল যেন না হয়। এমন লোকদের নিজেদের হৃদয়ের কালিমা দূর করা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা, মার্জনা এবং মিমাংসার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। জগৎবাসীকে এটি অবহিত করুন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার পর আমাদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক অবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কর্মকর্তাগণ এবং জলসায় দায়িত্ব পালনকারীগণের এই দিনগুলোতে তাদের চারিত্রিক মান যাতে অনেক উন্নত থাকে সেবিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ রাখা উচিত । বছরের অন্যান্য দিনগুলোতে কারো সাথে মনোমালিন্য থেকে থাকলেও জলসার এই পরিবেশে সেটিকে মিমাংসা এবং স্বচ্ছতায় রূপান্তরের জন্য সেসব কর্মকর্তার প্রথমে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এমনটি যেন না হয় যে তারা প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ সন্ধান করা আরম্ভ করবে। জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মেহমান হয়ে থাকে আর প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং কর্মীর দায়িত্ব হলো সকল প্রকার ব্যক্তিগত মনোমালিন্যকে দূর করে বড় মনের পরিচয় দেওয়া এবং আতিথেয়তা প্রদর্শন করা। কর্মকর্তাদের বিশেষ দায়িত্ব হলো তাদের সহনশীলতার মান যেন অনেক উন্নত হয়। অতএব কর্মমর্তাগণ নিজেদেরকে সকল অবস্থায় সেবক জ্ঞান করুন। আর জামা'তের সদস্য এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীরা কর্মীদের জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি জ্ঞান করুন, তাহলেই মনকষাকষি ও লড়াই ঝগড়ার আশঙ্কা দূর হতে পারে,পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর হতে পারে।

আমাকে আক্ষেপের সাথে এটিও বলতে হচ্ছে যে, এখানে জামা'তের কতিপয় কর্মমর্তা নিজেদের পদের সম্মান বজায়রাখে নি। জলসার পরিবেশের কথা বলছি না, সাধারণ অবস্থায়ও নিজ জামা'তের জামা'তী দায়িত্ব পালনের সুযোগকে এবং জামা'তের সেবাকে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার পরিবর্তে জাগতিক পদের মতো ধরে নিয়েছে যে কারণে তাদেরকে পরিবর্তনও করতে হয়েছে।

অতএব এমন লোকেরা যদি এখানে জলসায় এসে থাকে তাহলে ইবাদত, যিকরে ইলাহী এবং বিনয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করুন। যদি তাদের ধারণা অনুসারে তাদের বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্তও হয়ে থাকে তবুও বিনয়ের পথ অবলম্বন করুন এবং এই পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনে অবনত হোন এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, তিনি সব জানেন। তিনি অদৃশ্যেরও জ্ঞান রাখেন আর দৃশ্যমান বিষয় সম্পর্কেও অবগত। তাঁর সামনে বিনয়াবনত হলে তিনি দোয়া গ্রহণ করেন এবং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, পদ আসল বিষয় নয়, বরং আসল বিষয় হলো বয়আতের ফলে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করা। জামা'তের কর্মকর্তা হোক বা সাধারণ সদস্য হোক, তার এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত। আর এই দায়িত্ব পালন সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"হে আমার জামা'ত! খোদা তা'লা আপনাদের সাথী হোন। সেই সর্বশক্তিমান, মহাসম্মানিত খোদা আপনাদেরকে পরকালের সফরের জন্য এমনভাবে প্রস্তুত করুন যেমনটি কিনা মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভালোভাবে স্মরণ রাখুন যে, এই বস্তুজগত কিছুই নয়। সেই জীবন অভিশপ্ত যা কেবল ইহজগতের জন্য নিবেদিত। আরদুর্ভাগা সে যার সকল দুঃশ্চিন্তা ইহজগতকে ঘিরে । এমন মানুষ যদি আমার জামা'তে থেকে থাকে তাহলে সে অনর্থক নিজেকেআমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত করেছে, কেননা তারা সেই শুষ্ক শাখার ন্যায় যা ফল দিবে না।"

তিনি বলেন, "হে সৌভাগ্যবানেরা! তোমরা জোরালোভাবে এই শিক্ষার অধীনস্ত হও যা তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং তাঁর সাথে আকাশ এবং পৃথিবীর কোন কিছুকে শরীক করো না। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপকরণ ব্যবহারে নিষেধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করে কেবল উপকরণের ওপরই ভরসা করে সে মুশরিক। আদি থেকে খোদা তা'লা এটিই বলে এসেছেন যে, পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব তোমরা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যাও আর প্রবৃত্তির হিংসা-বিদ্বেষ এবং ক্রোধ থেকে পৃথ ক হয়ে যাও। মানুষের অবাধ্য আত্মায় বিভিন্ন প্রকার নোংরামি থেকে থাকে, কিন্তু সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় হলো অহংকারের নোংরামি। যদি অহংকার না থাকতো তাহলে কোন ব্যক্তি কাফের হতো না। অতএব তোমরা আন্তরিকভাবে দীনতা অবলম্বন কর। মোটের ওপর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও কেননা তোমরা তাদেরকে জান্নাতবাসীকরানোর জন্য নসীহত করে থাক। তোমাদের এই নসীহত কীভাবে সঙ্গত হতে পারে যদি তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জগতে তাদের অমঙ্গল কামনা কর। আন্তরিক ভীতির সাথে খোদা তা'লান্যস্ত আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলী পালন কর কেননা সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। নামাযে অনেক দোয়া কর, যেন খোদা তা'লা তোমাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তোমাদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করেন, কেননা মানুষ দুর্বল। প্রত্যেক পাপ, যা দূর হয়, তা খোদাপ্রদত্ত শক্তিবলেই দূর হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ না করবে সে কোন পাপ দূর করতে সক্ষম হতে পারে না। ইসলাম শুধু প্রথাগত ভাবে কলেমা পাঠকারী আখ্যায়িত হওয়ার নাম নয়, বরং ইসলামের সার কথা হলো তোমাদের আত্মারখোদা তা'লার সমীপে বিনত হওয়া আর খোদা এবং তাঁর নির্দেশ তোমাদের কাছে সকল অর্থে তোমাদের বস্তুজগতের ওপর প্রাধান্য লাভ করা।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৬৩)

অতএব এই হলো সেই মানদণ্ড যে মানদণ্ডে আমাদের সবার পাস হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, কর্মকর্তাদেরও, কর্মীদেরও আর সাধারণ সদস্যদেরও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে, অর্থাৎ আমরা যারা তাঁর হাতে বয়আত করেছি, সৌভাগ্যবান আখ্যায়িত করেছেন। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ধন্য হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আপনাদের মাঝে পুণ্যের ছিল যার ফলে তিনি আমাদের প্রতি এই কৃপা করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দান করেছেন। আর সেই পুণ্যের সাক্ষর রেখে আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মান্য করেছেন। এটি হলো প্রথম পদক্ষেপ। এটি চূড়ান্ত পর্যায় নয়। এর চূড়ান্ত পর্যায় লাভের জন্য সেই শিক্ষার ওপর আমল করা আবশ্যক যা তাঁকে দান করা হয়েছে। জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং কাজকর্মও এই চিন্তা চেতনার সাথে আমাদের করতে হবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণকে কখনো ভুলে যেও না। আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক কাজকর্ম করতে বারণ করেন না, বরং তা আবশ্যক। বরং আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বৈরাগী হয়ে যেতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ সে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এমন জীবন যাপন করবে যা জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-এরূপ করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে বসবাসের জন্য

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীম অনুধাবন করা এবং সেই অনুসারে হেদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া আবশ্যিক ও মূল বস্তু।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

বলেছেন। কিন্তু এটি আবশ্যক অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এটি থেকে বারণ করেছেন যে, মানুষ জগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিবে। সর্বাবস্থায় ধর্ম অগ্রগন্য থাকা উচিত। প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদীর চেহারার পেছনে আহমদীয়াতের চেহারা রয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেহারা রয়েছে, ইসলামের চেহারা রয়েছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো এসব চেহারার সুরক্ষা করা। আর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মসেবার তৌফিক দান করেছেন এবং সুযোগ দিয়েছেন এই দায়িত্ব পালন করার দায়িত্ব তাদের ওপর বেশি বর্তায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর এই নির্দেশকে সর্বদা নিজেদের সামনে রাখুন যে, আমার হাতে বয়আত করার দাবি করে আমাকে দুর্নাম করো না। (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

অতএব এই নির্দেশকে সর্বদা নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কেউ যেন এটি মনে না করে যে, এ কথা কেবল পদধারীদের জন্য প্রযোজ্য আর বাকিরা এ থেকে দায়িত্বমুক্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে এ কথা বলেছেন যে তাঁর হাতে বয়আত করেছে। তাই আমাদের কথা এবং কাজে কখনো বিরোধ রাখা উচিত নয়, নতুবা যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছিলাম, আমাদের বয়আতের দাবি অন্তঃসারশূন্য দাবি হবে এবং জলসায় অংশগ্রহণ কেবল জাগতিকতা হবে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর একটি দোয়া উপস্থাপন করছি যার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ে নিজ মান্যকারীদের জন্য যেবেদনা রয়েছে তা প্রকাশ পায়। তিনি (আ.) বলেন,

"আমি দোয়া করছি, আর যতদিন জীবন আছে করে যাব। আর সেই দোয়া হলো, খোদা তা'লা আমার এই জামা'তের (সদস্যদের) হৃদয়কে পবিত্র করুন। আর নিজ কৃপার হাত প্রসারিত করে তাদের হৃদয়কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন। আর সকল দুস্কৃ তি এবং বিদ্বেষকে তাদের হৃদয় থেকে দূর করে দিন এবং পারস্পরিক সত্যিকার ভালোবাসা দান করুন। আর আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, এই দোয়া কোন সময় গৃহীত হবে এবং খোদা তা'লা আমার দোয়াকে বিনষ্ট করবেন না। "

আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের দোয়া করা উচিত, এই যেন দোয়া আমাদের পক্ষে গৃহীত হয়, আমাদের সন্তানদেরজন্য গৃহীত হয়, আর কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরগণও এই দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য কার্যত চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। নিজেদের অবস্থায় চেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তনও সাধন করতে হবে আর ব্যাথাতুর হৃদয়ে দোয়াও করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক প্রদান করুন।

এই দোয়ার পরবর্তী অংশে তিনি (আ.) এই দোয়াও করেছেন যা সম্পর্কে দোয়া করা উচিত তা যেন আমাদের পক্ষে গৃহীত না হয়।যাতে তিনি বলেন, "হ্যাঁ আমি এই দোয়াও করছি যে, আমার জামা'তের কোন ব্যক্তি যদি খোদা তা'লার দৃষ্টি ও ইচ্ছার সামনে চির দুর্ভাগা হয়ে থাকে সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদাভীতি লাভ হওয়া যার অদৃ ষ্ট নেই, তাহলে হে সর্বশক্তিমান খোদা! তাকে আমার প্রতিও বিমুখ কর যেভাবে সে তোমার প্রতি বিমুখ এবং তার স্থ ল অন্য কাউকে নিয়ে আস যার হৃদয় নম্র এবং যার জীবনে তোমাকে পাওয়ার বাসনা থাকবে। "

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এরূপ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন যার ফলশ্রুতিতে খোদা তা'লা এবং তাঁর প্রেরিত ব্যক্তিথেকে দূরে সরে যাওয়ার আশংকা থাকবে। আমাদের ঈমানকে তিনি সর্বদা সুরক্ষিত রাখুন, বরং তাতে আরো সমৃদ্ধি দান করুন। আর আমরা সেই সমস্ত দোয়ার যেন উত্তরাধিকারী হই যা তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জন্য এবং তাদের পক্ষেকরেছেন।

জলসার কল্যাণমণ্ডিত হওয়া এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্যও এই দিনগুলোতে দোয়া করতে থাকুন। আর সতর্কও থাকুন, ডানে বামে দৃষ্টিও রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট এবং হিংসুকের হিংসা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

লঙ্গর খানায় (দারুল যিয়াফত) একজন পরিচারিকা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

কাদিয়ানের লঙ্গর খানা দারুল যিয়াফতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে একজন পরিচারিকা (লেডি কেয়ার টেকার) নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। পরিচারিকার কাজ হবে লঙ্গর খানায় অতিথিনীদের চেকিং করা, আপ্যায়ন করা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদের কামরা ঠিক করে দেওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১০ ঘন্টা ডিউটি দিতে হবে। যে দিনগুলিতে অতিথিদের আগমণ অধিক হয় সেই দিনগুলিতে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ডিউটিতে উপস্থিত থাকতে হতে পারে। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) প্রত্যাশীর বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হবে। জন্ম শংসাপত্র উপস্থাপন করা আবশ্যক। ২) প্রত্যাশীকে অবশ্যই বিবাহিতা হতে হবে। ৩) একমাত্র ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকেই নির্বাচন করা হবে। ৪) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৫) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৬) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৭)আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে চেয়ে পাঠান। এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাসের মধ্যে যে আবেদন পত্রগুলি আসবে, কেবল সেগুলিই গ্রাহ্য হবে। ৮) সেবাদানে আগ্রহী মহিলারা নিজেদের স্বামী/পিতা/অভিভাবকের সত্যায়িত স্বাক্ষর সহ নির্দিষ্ট ফর্মটি পুরণ করে লাজনা ইমাউল্লাহ্র সদর সাহেবার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকলা ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130

কাদিয়ান দারুল আমান-এ বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজনের দিনক্ষণ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ভারতের অঙ্গ সংগঠনগুলির (মজলিস আনসারুল্লাহ্, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ) জাতীয় বাৎসরিক ইজতেমার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। হুযুর কর্তৃক অনুমোদিত ইজতেমার দিনগুলি হল ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর (শুক্র, শনি ও রবিবার)

সমস্ত অঙ্গ সংগঠনগুলির সদস্য, সদস্যা কাদিয়ান দারুল আমানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। এই ইজতেমা তরবীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ- মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)

ইমামের বাণী

"আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথ সন্ধান করার চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ১৭ই মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

ঈদুল ফিতর-এর খুতবা

ঈদের খুশি উপলক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা।।

মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে প্রকৃত ও বড় ঈদ সম্পর্কে অন্তদৃষ্টিপূর্ণ ভাষণ

আহমদীদেরকে এই প্রকৃত ঈদ অর্জন করার জন্য কর্মের অবস্থার সংশোধনের মাধ্যমে তবলীগের জন্য আরও চেষ্টা করার প্রতি আহ্বান।

আল্লাহ্‌র পথে বন্দী, আহমদীয়াতের কারণে শহীদ পরিবার, জামাতের খাদেম, ওয়াকফে যিন্দগী, মুবাল্লিগ ও জামাতের সমস্ত সদস্যদের জন্য এবং সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য দোয়ার প্রতি আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৫জুন , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৫এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আজ থেকে প্রায় একশ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে ঈদে একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন যার বিষয়বস্তু আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আমি সেই খুতবাটি থেকে আজকের ঈদ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব।

মানুষ আনন্দ লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে আর সে চায় সেই আনন্দ যেন বার বার ফিরে আসে। ঈদের অর্থই হল এমন এক আনন্দ যা বার বার ফিরে আসে। ইমাম রাগেব লেখেন 'আল ঈদ' হল সেই বিষয় যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতঃপর তিনি লেখেন শরিয়তের পরিভাষায় এই শব্দটি ফিতর এবং আযহার দিনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কেননা, শরিয়ত অনুসারে এই দিনটি আনন্দ ও খুশি উদযাপনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর আনন্দ সেটিই যা বার বার ফিরে আসে।

(মুফরাদাত, ইমাম রাগেব 'উদ' শব্দের ব্যখ্যায়)

ঈদ কি এবং আনন্দ কি? এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এবিষয়টি যদি গভীরভাবে অনুধাবন করা হয় তবে বোঝা যাবে যে বস্তুত আনন্দ হল সমাবেশের নাম, একত্রিত হওয়ার নাম। আর পৃথিবীতে যতপ্রকার আনন্দ রয়েছে সমাবেশের মাধ্যমেই সেগুলি তৈরী হয়। সাধারণ সামাজিক জীবনেও আমরা দেখি যে, যখন অনেক মানুষ একত্রিত হয় তখনই সে আনন্দ লাভ করে। এর জন্য মানুষ অনেক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, লোকজনদের ডেকে একত্রিত করে। তার বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক আনন্দ করে। এছাড়া সন্তান জন্ম নিলে সে আনন্দিত হয় কেননা বিবাহের পর এক নতুন আত্মা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাদের দলবৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধরণের সমাবেশ আয়োজিত হয় সেগুলি আনন্দের কারণই হয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে আনন্দ উদযাপনের পন্থা হল অনেক মানুষ বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের জন্য একত্রিত হয়। মেলা ও অন্যান্য অনেক সমাবেশ রয়েছে যেখানে মানুষ আনন্দ উপভোগের জন্য একত্রিত হয়। কখনও এমনটি হয় না যে কোন ব্যক্তি লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, কারো সঙ্গে মিশছে না, জঙ্গলে চলে যাচ্ছে- আর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে তুমি এমনটি কেন করছ, তখন সে উত্তর দিচ্ছে আমি আনন্দ উদযাপন করছি, আজ আমার ঈদের দিন। কোন দেশ, এলাকা বা জাতিতে এমন ঈদ বা আনন্দ উদযাপিত হয় না যেখানে মানুষ ঈদ বা আনন্দ লুকোনোর জন্য লুকিয়ে বেড়ায়, বরং প্রত্যেক জাতির ঈদ হল একত্রিত হয়ে আনন্দ উদযাপন করা। তবে যারা নিজেদের দুঃখ-বেদনাকে বাড়িয়ে তুলতে চায় তারা অন্যদের থেকে পৃথক থাকার চেষ্টা করে। মানসিক চাপে ভুগছে এমন রুগীদের মধ্যেও আমরা এমনই অবস্থা দেখতে পাই। আর যারা নিজেদের দুঃখ-বেদনা উপশম করতে চায় বা মুছে ফেলতে চায় তারা বিভিন্ন বৈঠকে বসে ও মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। সচরাচার এমন রুগী যারা নির্জনে থাকতে পছন্দ করে, তাদেরকে ডাক্তাররাও মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করার এবং বাইরে বেরিয়ে সমাজের সঙ্গে মেশার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কাজেই দুঃখ-বেদনা ভালবাসে তারাই নির্জনতার আশ্রয় নেয়-বাড়িতে থাকলেও সকলের থেকে পৃথক থাকে আর বাইরে গেলেও পৃথক এক কোণে বসে থাকে। মোটকথা এমন মানুষ নির্জনতা পছন্দ করে থাকে। যদি তাদের বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে যায় বা মারা যায় আর মানুষ তাদের প্রতি সমবেদনা জানাতে যায়, তখন যে সবথেকে বেশি শোকাহত হয় সে একথাই বলে যে আমাকে একা থাকতে দাও। আমার কাছ থেকে সরে দূরে সরে যাও। একা থাকলে সে দুঃখ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত সুযোগ যায় আর মনের দুঃখ-বেদনা উজাড় করে দিতে পারে। সুস্থ মানুষও বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে যারা মানুষের সামনে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে না আর তারা নির্জনের নিজেদের দুঃখের বোঝা হালকা করতে পছন্দ করে আর তারা চায় কোন নিকটাত্মীয় যেন সঙ্গে থাকে বেশি ভিড় না থাকে। কিন্তু কারো বাড়িতে পুত্রসন্তান জন্ম নিল আর মানুষ যখন তার বাড়িতে একত্রিত হল তখন সে বলল সরে যাও আমাকে একা থাকতে দাও। তোমাদের একত্রিত হওয়ার কারণে আমার মধ্যে অস্থিরতা তৈরী হচ্ছে-এমনটি কখনও হয় না। বরং সে মানুষকে ডেকে ডেকে একত্রিত করবে এবং যতবেশি মানুষ আসবে ততবেশি সে খুশি হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে সে উৎফুল্ল চিত্তে সাক্ষাত করবে।

অনুরূপভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে যতবেশি মানুষ তার আমন্ত্রণে আসবে সে তত আনন্দিত হবে। তাই দুঃখ প্রকাশ করার জন্য নির্জনতা পছন্দ করা হয় আর আনন্দ ব্যক্ত করতে সমাবেশ। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই গুণটি অন্তর্নিহিত রেখেছেন যে, যখন সে আনন্দিত হয় সে অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং এর দ্বারা সে আনন্দ লাভ করে। তবে পৃথিবীতে কিছু প্রয়োজনের তাগিদে আজকাল সভা এবং বিভিন্ন মিছিল আয়োজিত হচ্ছে। আর এগুলি আয়োজনের কারণ হল আমরা যেন দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাই। আর বিক্ষোভ প্রদর্শন এইজন্য হয় যেন আমরা সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করি। যাইহোক তাদেরও অধিকাংশের এটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই আনন্দ ও সমাবেশ পরস্পর উদ্দেশ্য ও বিধেয়। আর ইসলাম যেহেতু মনুষ্য প্রকৃতি থেকে ভিন্নতর কিছু নয়, তাই এই ঈদের সময় আনন্দ উদযাপনের সুযোগ করেছে এবং মুসলমানদেরকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেবল কোন একটি স্থানের আশপাশের মানুষজনকেই নয়, বরং সমস্ত এলাকার মানুষ যেন ঈদের দিন ঈদগাহে একত্রিত হয়ে ঈদের আনন্দ উদযাপন করে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বস্তুত একত্রিত হওয়ার নামই হল আনন্দ। তাই ঈদ হল একটি সমাবেশ আর সব থেকে বড় ঈদ সেটিই হতে পারে যেখানে সব থেকে বড় সমাবেশ হয়। সব থেকে বড় সমাবেশের ভিত কবে রচিত হয়েছিল যার কারণে সব থেকে বড় ঈদের উপলক্ষ্য তৈরী হল? এটি সেই সময় হল যখন খোদা তা'লা এক প্রিয়ভাজন সমগ্র জগতকে সম্বোধন করে বললেন قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (আল আরাফ: ১৫৯)

ইমামের বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

যুগ খলীফার বাণী

আমার আশঙ্কা হয় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন আরও একটি বিশ্ব যুদ্ধ ডেকে আনবে।

(ব্রিটেন পার্লামেন্ট হাউস অব কমনসে ভাষণ, ২২ শে অক্টোবর, ২০০৮ সাল)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

জগতবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের অনেক ঈদ দেখেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও ঈদ হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে, হযরত মসীহ এবং সমস্ত আম্বিয়াদের যুগে ঈদ হয়েছে। কিন্তু এই সেই এলকায় উদযাপিত হয়েছে যেখানে এই নবীগণ আবির্ভুত হয়েছিলেন। তাই এগুলি সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে যদি পৃথিবীতে যদি কোন বড় ঈদ হয়ে থাতে তবে সেটি সেই ঈদ ছিল যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজের এক অতীব প্রিয়ভাজনকে বললেন, তুমি নিজের দ্বারা সমগ্র জগতকে একত্রিত কর। এটিই ছিল বড় ঈদ যেখানে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ বাণীর মাধ্যমে সমগ্র জগতকে একত্রিত করার আদেশ দিয়েছিলেন, নিজের প্রেমাস্পদের মাধ্যমে এই আদেশ দিয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করে বলেলেন তোমরা এর হাতে একত্রিত হয়ে যাও। এতে কোন জাতি, দেশ বা অঞ্চলের শর্ত রাখা হয় নি। কেউ মিশরীয় হোক বা চৈনিক, ইরানী হোক বা আরববাসী, ইউরোপবাসী হোক বা মার্কিনবাসী বা হোক কোন দ্বীপবাসী , যেই হোক সকলেই একত্রিত হতে পারে। কেননা এখন একথা বলা হবে না যে আমি শূকরদের সামনে মুক্তো ছড়াই না বা একথা বলা হবে না যে আমি কুকুরদেরকে রুটি খাওয়ায় না। হযরত মসীহ্র আগমণের সময়ও ঈদ উদযাপিত হয়েছিল, কিন্তু সেই ঈদ কেবল তার নিজের জাতির জন্যই নির্ধারিত ছিল। তিনি যদি অন্য জাতিকে অন্ন দান করতেন তবে তাঁর নিজের জাতি কি খেত? কিভাবে তাদের ঈদ হত? এই কারণে হযরত মসীহ বলেছেন, আমি ইসরাঈল পরিবারের হারানো মেষপাল ব্যাতিরেকে অন্য কারো প্রতি প্রেরিত হই নি। তাই তাঁর আগমণ কেবল বনী ইসরাঈল জাতির জন্যই ঈদের কারণ হয়েছিল। কিন্তু রসুল করীম (সা.)-কে যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে এমন ভাণ্ডার দান করলেন যা যতখুশি ব্যয় করা হোক না কেন তা এতটুকুও কমে যায় না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, তোমার কাছে যে কেউ যাচনা করুক না কেন তাকে দাও, এমনকি জগতের মানুষেকে ডেকে ডেকে বল, এস, তোমাদের যে জিনিসের প্রয়োজন তোমাদেরকেই সেটিই আমি দিচ্ছি। আল্লাহ্ ত'ালা বলেন, **'ওয়া আম্মা বেনিয়ামাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস।**(আয যহা: ১২) এবং তুমি মানুষের সামনে খোদার নেয়ামত সমূহের কথা বর্ণনা কর যাতে তারাও এর থেকে উপকৃত হয়। হযরত মসীহ এক বৃদ্ধা প্রশ্ন করায় তাকে বলেছিলেন, বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য রাখা রুটি কুকুরকে খাইয়ে দেওয়া সঙ্গত কাজ নয়। কিন্তু আঁ হযরত(সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা বললেন, তোমার কাজ হল যারা তোমার কাছে যাচনা করে তাদের প্রত্যেককে আবশ্যিকভাবে দান করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: **'ওয়া আম্মাস সায়েলা ফালা তানহার'** (যহা: ১১) এবং তুমি প্রার্থনাকারীকে তাড়িয়ে দিও না। তাকে অবশ্যই কিছু দাও। বরং যেরূপ পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি বলেন, **'ওয়া আম্মা বেনিয়ামাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস।'** মানুষকে ডেকে ডেকে এই নেয়ামত দান কর আর ঘোষণা করে দাও যে, খোদা তা'লা আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন, তোমরাও এর থেকে অংশ নাও।

অতএব তিনি অন্যান্য নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। পূর্বের নবীদের কাছে ভিন্ন কোন জাতির যাচনাকারী এলে তাদের বলা হত আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিজের জাতির জন্য, এর থেকে তোমাদের জন্য কিছু দিতে পারব না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) কে যে ভাণ্ডার দান করা হয়েছিল তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এর থেকে বঞ্চিত করে কাউকে তাড়িয়ে দিও না, বরং অভাবীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসার আদেশ করা হয়েছে। অতএব তিনি (সা.) আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারও বিতরণ করেছেন আর অনুরূপভাবে জাগতিক ভাণ্ডারও বিতরণ করেছেন। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এই বিতরণের জন্য ভান্ডার রক্ষিত আছে। অতএব নিঃসন্দেহেত তাঁর আগমণ সব থেকে বড় ঈদ। তাঁর মাধ্যমে হিদায়ত পূর্ণতা লাভ করেছে, শরীয়ত পূর্ণতা পেয়েছে এবং তিনি (সা.) খাতামান্নাবীঈন -এর উচ্চ মর্যদায়সহকারে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

অতঃপর আরও একটি ঈদের দিন ছিল সেইদিনটি যেদিন আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে প্রেরণ করে ইসলামের প্রসার ও প্রচারকে পূর্ণতা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে প্রেরণ করে স্বয়ং এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এবং অবশেষে সেই দিন এসে পড়ল যেদিন **'লে ইউযহেরাহু আলাদ দ্বীনে কুল্লিহী'** (আততওবা: ৩৩) নির্ধারিত ছিল। ইসলামী শরিয়ত যে হযরত রসুল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর আগমণে সমগ্র জগতবাসীকে বলা হল, এখন এমন এক নবীর আবির্ভাব ঘটেছে যার সঙ্গে রয়েছে এক ব্যাপক ভাণ্ডার। তোমরা তাঁর সঙ্গে এস আর যা কিছু চাও নাও।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭-৩০, খুতবা ঈদ, প্রদত্ত ২রা আগস্ট, ১৯১৬)

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এবিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে একস্থানে বলেন: খোদা আমাদের নবী হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তিনি সেই কুরআনীয় শিক্ষা , যা সমগ্র জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য এক ও অভিন্ন ছিল, তার দ্বারা জগতের সমস্ত জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করেন। আর যেরূপ তিনি এক-অদ্বিতীয়, তিনি তাদের মধ্যেও ঐক্য তৈরী করেন যাতে তারা সকলে মিলে এক সত্তা রূপে নিজেদের খোদাকে স্মরণ করে এবং তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় আর যাতে সভ্যতার উন্মেষলগ্নে যে প্রথম জাতিগত ঐক্য সংঘটিত হয়েছিল আর শেষভাগের ঐক্য যার গোড়পত্তন করা হয়েছিল শেষযুগে। অর্থাৎ যেটি খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবকালে পরিকল্পনা করেছিলেন। এই দুই প্রকারের ঐক্য এক-অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্ববাদের উপর দুতরফা সাক্ষ্য হয়। কেননা,তিনি এক ও অদ্বিতীয়। কাজেই তিনি তাঁর সমস্ত পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখেন। আর যেহেতু আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের যুগ কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনি খাতামুল আম্বিয়া, তাই খোদা তা'লা চান নি যে জাতিসমূহের মাঝে ঐক্য আঁ হযরত (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করুক, কেননা এই পরিস্থিতি তাঁর যুগাবসানের প্রতি নির্দেশ করত। অর্থাৎ এই সংশয় দেখা দিত যে এখানেই তাঁর যুগের অবসান ঘটল। কেননা যেটি তাঁর শেষ কাজ ছিল সেটি এই যুগেই সম্পন্ন হয়েছে। এই কারণে খোদা তা'লা সমস্ত জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করা এবং তাদেরকে এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজের পূর্ণতাপ্রাপ্তি মহম্মদী যুগের শেষভাগে রেখেছেন যেটি কিয়ামতের নিকটতার যুগ হবে। আর এই পূর্ণতার জন্য এই উম্মত থেকেই একজন নায়েব নিযুক্ত করেছেন যিনি মসীহ মওউদ নামে অভিহিত হয়েছেন। তাঁরই নাম খাতামুল খুলাফা। অতএব, মহম্মদী যুগের অগ্রভাবে রয়েছেন আঁ হযরত (সা.) এবং পশ্চাদভাগে রয়েছেন মসীহ মওউদ। আর যতদিন পর্যন্ত তিনি জন্মগ্রহণ না করেন, ততদিন পর্যন্ত জগতের ধারা নিরবিচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক ছিল। অর্থাৎ মসীহ মওউদ। কেননা জাতি সমূহকে একত্রিত করার কাজ রসূলের সেই নায়েবের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। আর এদিকেই এই আয়াত ইঙ্গিত করছে- **'হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বিনিল হাক্কে লে ইউযহেরাহু আলাদ দ্বীনে কুল্লিহি।' (সাফ: ১০)**

অর্থাৎ তিনিই সেই খোদা যিনি নিজ রসূলকে এক পরিপূর্ণ হেদায়ত এবং সত্য-ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তাকে সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। অর্থাৎ বিশ্বজনীন বিজয় দান করেন। আর যেহেতু সেই বিশ্বজনীন বিজয় আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে প্রকাশ পায় নি, অথচ খোদার ভবিষ্যদ্বাণীতেও কোনও প্রকার বিরোধ থাকা সম্ভব নয়।' কোন প্রকার অসামঞ্জস্যতা বা দুর্বলতা থাকা সম্ভব নয়। এই কারণে এই আয়াতটি সম্পর্কে অতীতের বিদ্বানেরা একমত যে এই বিশ্বজনীন বিজয় মসীহ মওউদ -এর যুগে প্রকাশ পাবে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৯০-৯১)

অতএব আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে আরশ থেকে প্রতিধ্বনিত হওয়া তাঁরই দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রূপে তাঁকে এক একনিষ্ঠ সেবক দান করেছেন। সেই একনিষ্ঠ সেবককেও আল্লাহ্ তাঁর অনুসরণযোগ্য প্রভুর অনুসরণে এই ঘোষণা করার আদেশ দিলেন قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (আল আরাফ: ১৫৯) অর্থাৎ মুসীয় মসীহ প্রার্থনকারীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মহম্মদী মসীহকে এই দাসত্বের কারণে ব্যাপক (আধ্যাত্মিক) খাদ্য-সম্ভার দান করেছেন যেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ করলে কাউকে ধমক দেওয়া হয় না। বরং ডেকে ডেকে এই খাদ্য-সম্ভার থেকে খাদ্যগ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। অতএব, প্রত্যেক সেই নবাগত আত্মা যা এই খাদ্যসম্ভার গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তারা প্রত্যেকেই আমাদের জন্য আনন্দ ও ঈদের কারণ হয়। এই ঈদ হল শরীয়ত-বিধানে বিধি-নিষেধের উপর একত্রিত হওয়ার ঈদ। সকলে যখন বাস্তবিক জীবনে এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর একত্রিত হবে, তখন তার পরিণামে যে ঈদ হবে সেটিই হবে প্রকৃত ঈদ, বড় ঈদ। আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে আমাদের উপর এই ঈদ উদযাপন করাই ন্যস্ত করেছেন। কাজেই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করা যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর ন্যস্ত করে থাকেন তবে আমাদের নিজেদের অবস্থারও বিশ্লেষন করতে হবে যে কিভাবে আমরা

ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি বড়ই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী যে শত্রুকে পুণ্যের দ্বারা লজ্জিত করে।' (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

এই কাজ সমাধা করতে পারি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য যে কর্মসূচি প্রস্তাব করেছেন তা বাস্তবায়িত করে আমরা যথাশীঘ্র এই প্রকৃত ঈদ উদযাপনের উপকরণ প্রস্তুত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে আমাদের উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে উপদেশাবলী দান করেছেন সেগুলি থেকে কয়েকটি সংক্ষেপে আমি এখন বর্ণনা করব। তিনি বলেছেন, এমন স্বভাব বা গুণ বিকশিত কর যে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা যেন নিঃস্বার্থ হয়। আন্তরিক আবেগ নিয়ে আল্লাহ তা'লাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা যেন আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ:৯৬ থেকে সংকলিত)

এরপর তিনি বলেন, কুরআনকে সমধিকহারে পাঠ কর এবং তদনুরূপ নিজেদের কর্মকে পরিশিলিত করে ব্যবহারিক সত্যতার মাধ্যমে ইসলামের গুণাবলী প্রকাশ কর।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৫৫ থেকে সংকলিত)

তিনি বলেছেন- তবলীগের জন্য তাকওয়াও আবশ্যক।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:৪১৩ থেকে সংকলিত)

এই জন্য কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করার মাধ্যমেই তাকওয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হতে পারে। হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ প্রদান করার স্বার্থক চেষ্টা কর।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:১৯১ থেকে সংকলিত)

এই দুটিই তোমাদের আবশ্যিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি জামাতকে উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেন: তওহীদ বা একত্ববাদের স্বীকারুক্তি, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক, যিকরে ইলাহি এবং নিজ ভাইদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে জামাতের সদস্যদের উচিত নিজেদের এক বিশেষ মর্যাদা তৈরী করা।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ:২৭৫থেকে সংকলিত)

এরপর তিনি বলেন, সত্যিকার তওবা কর এবং সত্যতা এবং বিশ্বস্ততা দ্বারা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট কর।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ:৪৩৫ থেকে সংকলিত)

এরপর তিনি বলেন নামাযে নিয়মানুবর্তিতা তৈরী কর।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:১১৫ থেকে সংকলিত)

নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। নফলের প্রতি মনোযোগ দাও।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ:৯৬ থেকে সংকলিত)

এরপর বলেন: নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত কর।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ:৭৪ থেকে সংকলিত)

এরপর বলেন: তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:৩৪৯ থেকে সংকলিত)

সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ:৯৬ থেকে সংকলিত)

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, কখনও তোমাদের মুখ থেকে মিথ্যা না বের হয়। অস্বীকারকারীদের জন্যও দোয়া কর, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্যও দোয়া কর।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:২৪৫ থেকে সংকলিত)

এরপর তিনি বলেন: জামাতে নবাগতদের প্রতি সদাচরণ কর যারা তোমাদের এই সমাবেশকে কলেবরে বৃদ্ধি করছে। নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের তরবীয়ত করার চেষ্টা কর। তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও কর আর নিজেদের ব্যবহারিক নমুনাও দেখাও যাতে তোমাদের দেখে তাদের তরবীয়ত হয়ে যায়।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৯)

সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথা আমি বর্ণনা করেছি যেগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় উপদেশ আকারে দান করেছেন। অতএব বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াত করাকে স্বার্থক করে তোলা এবং এই কাজের জন্য আমাদের উপর ন্যস্ত দায়ভার সম্পাদন করা আবশ্যক। সমগ্র পৃথিবীর জন্য একজন নবী প্রেরণ আল্লাহর কাজ। কিন্তু ঈদ উদযাপন করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। কাজেই জামাতের সদস্যদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক যে কিভাবে আমরা এমন সমাবেশ তৈরী করব যা প্রকৃত ঈদ প্রদর্শনকারী হবে,কেননা প্রকৃত ঈদ সেটিই হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার বাণীর উপর আমরা সকলে একত্রিত হব।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হে আমাদের পিতা! যিনি আসমানে আছেন, তোমার নামের পবিত্রতা ঘোষিত হোক, তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, যেভাবে স্বর্গলোকে তোমার ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু পরিচালিত হয় অনুরূপভাবে জমীনেও তা প্রতিষ্ঠিত হোক। এর দ্বারা ধরে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব নেই। অথচ বাইবেলে একথাও লেখা আছে আকাশে যেভাবে খোদার রাজত্ব রয়েছে তা পৃথিবীতেও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। দুটি বক্তব্যই মতি থেকে উদ্ধৃত। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে না যে হযরত মসীহর নিকট পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব ছিল না। এই কারণে তিনি একথা বলেছেন। মোটকথা এটি একটি দোয়া ছিল যা হযরত মসীহ চেয়েছিলেন আর সেটি ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত। অর্থাৎ যেভাবে খোদা এক-অদ্বিতীয়, অনুরূপে তাঁর নবীও হবেন একজন যিনি সমগ্র জগতকে একস্থানে একত্রিত করবেন। এতে এবিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যেভাবে আকাশের সর্বত্র ফেরেশতারা খোদার পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসাকীর্তন করছে, অনুরূপভাবে পৃথিবীরও সর্বত্র এমন মানুষ যেন জন্ম নেয় যারা খোদা তা'লার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করবে। অতএব পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এমন মানুষ তৈরী করা মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের আত্মপর্যালোচনাও করা উচিত যে আমরা কি খোদা তা'লার যিকর, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা এবং সেই শিক্ষা অনুসারে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করছি। আমরা এই যে ঈদ উদযাপন করছি তার জন্য অনেক প্রস্তুতি নিই। যেমন সাধ্যানুযায়ী বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে পানাহারের যাবতীয় বন্দোবস্ত করে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু এত কিছু খরচ করা সত্ত্বেও সেগুলি থেকে কোন লাভ করার উদ্দেশ্যে করি না, বরং এক সমাবেশের আনন্দে এসব করে থাকি। নিশ্চয় এবিষয়টি নিয়ে আমরা আনন্দ উদযাপন করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ করার আদেশ দিয়েছেন আর এটিও আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর মধ্যে একটি যার কারণে এই খুশি উদযাপন করে থাকি। কিন্তু এর দ্বারা কোন জাগতিক স্বার্থ আমরা অর্জন করি না। তবে আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভাগী অবশ্যই হই। যদি আমরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঈদ উদযাপন করি যে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন রমযানের পর ঈদ পালন কর, এই দিনটিতে আনন্দ কর, খাও ও পান কর। কিন্তু এর থেকে বড় আনন্দ অর্জনের ব্যবস্থার জন্য আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জগতকে এক হাতে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে রসূল প্রেরণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এবিষয়ে তেমন মনোযোগ দেয় না যেমনটি দেওয়া উচিত। এই রসুলের বাণী প্রসারের জন্য আমাদের তেমন প্রচেষ্টা নেই যেমনটি হওয়া উচিত। এই সমাবেশ বৃদ্ধি করার জন্য আমরা যতটুকু ভূমিকা পালন করব, যতটা প্রস্তুতি গ্রহণ করব এবং তার জন্য প্রচেষ্টা করব এই সমাবেশের বৃদ্ধি ঘটানোর যার জন্য রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুণ্যও দান করবেন। আর ঈদের খুশি উদযাপন করায় যে পুণ্য পাওয়া যায় তার থেকে বেশি পুণ্য পাওয়া যাবে এই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করলে। অর্থাৎ এখানে কেবল খরচ করাই হচ্ছে না বরং সকল প্রকারের উপকারও পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি পূর্বের চেয়ে অধিক হারে লাভ হচ্ছে। অতএব আমরা সেই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই বড় ঈদের যুগের অংশ হচ্ছি। মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ হল সেই যুগ যখন ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে আর আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতাকে হযরত

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যুগ ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক সত্তায় পরিণত হও, ততক্ষন বলা যেতে পারে না যে তোমরা আত্মশুদ্ধি করেছ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

এমনটিই মনে হয় যে তা সম্ভব নয়। কেননা জামাতের চাহিদা এবং পরিকল্পনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু একটি সত্য ঘটনা হল এই যে, জামাতের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তি অতীত হয়েছেন যাঁর অনন্য সাধারণ ও অমূল্য কুরবানী দেখার পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে বলেন, এখন তাঁর আর আর্থিক কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। এই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, হযরত ডাক্তার খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রা.) যাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন: তাঁর আর্থিক কুরবানী এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল হযরত সাহেব তাঁকে এই মর্মে লিখিত শংসাপত্র প্রদান করেন যে, আপনার আর কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। হযরত সাহেবের সেই যুগের কথা আমার স্মরণে আছে যখন তাঁর উপর গুরদাসপুরে মোকাদ্দমা চলছিল এবং এর জন্য ভীষণ অর্থ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদেরকে আহ্বান জানান যে, যেহেতু লঙ্গর খানা দুটি জায়গায় চালু রয়েছে, একটি কাদিয়ানে অপরটি গুরদাসপুরে এছাড়াও মোকাদ্দমার পেছনেও খরচ হচ্ছে। অতএব বন্ধুরা অনুদান দেওয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। হযরত সাহেবের আহ্বান যেদিন ডাক্তার সাহেবের কর্ণগোচর হয়, সেদিনই এক বিচিত্র সমাপতন ঘটে আর তিনি প্রায় সাড়ে চার শ টাকা বেতন হাতে পান। তিনি বেতনের পুরো টাকা ততক্ষণাৎ হুযুর (আ)-এর নামে পাঠিয়ে দেন। এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, সংসার খরচের জন্য কিছু টাকা কাছে রাখলেন না কেন। তিনি উত্তর দিলেন, খোদার নবী বলছেন, ধর্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন তবে আর কার জন্য আমি এই অর্থ রেখে দিতে পারি? মোটকথা ডাক্তার সাহেব ধর্মের সেবার ক্ষেত্রে এত বেশি উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, হযরত সাহেব তাঁকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন এবং তাঁকে বলতে হল যে, ডাক্তার সাহেবের কুরবানীর আর প্রয়োজন নেই।"

(দৈনিক আল-ফযল, ১১ জানুয়ারী, ১৯২৭)

পুরুষদের আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। বস্তুতঃ জামাতের মহিলারাও এই আর্থিক জিহাদে পুরুষদের পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে গেছে, বরং অনেক ক্ষেত্রে তো তারা পুরুষদেরকেও ছাপিয়ে যায়। মসজিদ নির্মাণের সময় পুরুষরা যেভাবে নিজেদের পকেট উজাড় করে দেয়, বেতনভর্তি ব্যাগ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে মহিলারাও নিজেদের অলঙ্কারাদি উদারহস্তে চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়, যেন সেই সব মূল্যবান অলঙ্কারগুলির তাদেরকে কাছে কোন মূল্য নেই। বিয়ের অলঙ্কারাদির বাক্স ভর্তি করে যুগ খলীফার চরণে নিবেদন করে দেন!

আমি এর প্রত্যক্ষদর্শী। বায়তুল ফুতুহ মসজিদ নির্মাণের জন্য মাঞ্চেস্টারে চাঁদার জন্য আহ্বান করা হলে এক যুবক এগিয়ে আসে। তার হাতে একটি বন্ধ খাম ছিল। সে সেই খামটি উপস্থাপন করে বলে কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি গত মাসের বেতন পেয়েছি। আমি এই খামটি এখনও খুলেও দেখি নি। মসজিদের বিষয়ে চাঁদার আহ্বান শুনে আমি এটি উপস্থাপন করছি।

এই বৈঠকেই আরও একজন যুবক ছিল যাকে ভোলানো সম্ভব নয়। যে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখাল। আবেদন শুনেই সে মঞ্চে এসে একটি বন্ধ খাম হাতে দিয়ে বলল, কয়েক দিন পরেই আমার বিয়ে। ওলীমার জন্য আমি ৫০০ পাউন্ড সঞ্চয় করে রেখেছি। খোদার ঘর নির্মাণের আহ্বান শুনে আমি মনে এই চিন্তার উদয় হল যে, ওলীমার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন ভাবে অব্যশই করে দিবেন। ধর্ম সেবার এই সুযোগ কোন মতেই হাতছাড়া করো না। আমার পক্ষ থেকে এই পুরো অর্থ মসজিদের জন্য গ্রহণ করে বাধিত করুন।

এই মজলিসেরই আরেকটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করব। মসজিদ নির্মাণের আহ্বানের সময় আমি যখন তালিকার উপর এক দৃষ্টি দিই, তখন দেখি যে, সব থেকে বেশি চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এক মহিলা। আমি বক্তৃতায় তাঁর উল্লেখ করেছি এবং পুরুষদের আত্মাভিমানকে জাগানোর চেষ্টা করেছি। এক বন্ধু সেই মহিলার দশ হাজার পাউন্ডের মোকাবেলায় পনেরো হাজার পাউন্ড চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কয়েক মূহুর্ত পরে সেই মহিলাই একটি চিরকুটে লিখে পাঠান যে, আমার প্রতিশ্রুতি বাড়িয়ে কুড়ি হাজার করে দিন। আমি যখন এই ঘোষণা করলাম সেই পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিশ্রুতি বাড়িয়ে একুশ হাজার করে দিলেন। পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার এই মোমিনসুলভ বাসনা সত্যিই দর্শনীয় ছিল। প্রত্যেকেই যেন পরের মূহুর্তে কি ঘটতে চলেছে তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। তখনই সেই মহিলার পক্ষ থেকে আরও একটি চিরকুট আসে, যার বিষয় বস্তু পুরুষদেরকে নিরুত্তর করে দিল। তাতে লেখা ছিল এখন বার বার এভাবে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি বাড়ানোর সময় নয়। আমার পক্ষ থেকে লিখে নেওয়া হোক যে, মসজিদ নির্মাণের জন্য পুরো জামাতের মধ্যে সব থেকে বেশি যে ওয়াদা লেখাবে, আমার ওয়াদা তার থেকে এক হাজার পাউন্ড বেশি থাকবে। এটি পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার কেমন ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত তা ভেবে দেখুন!

মুন্শী ইমাম দীন সাহেবের স্ত্রী করীমা বিবি সাহেবার নমুনা দেখুন! আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও তিনি সব সময় আর্থিক কুরবানীর সুযোগ খুঁজতেন। তাঁর অসাধারণ কুরবানীর নমুনা এই ঘটনাটি থেকে প্রতীত হয়। তিনি ওসীয়তের সমস্ত আবশ্যিক পরিশোধ যোগ্য চাঁদা মিটিয়ে দেওয়ার পর সম্পত্তির অংশ (হিস্সা জায়েদাদ)-এর সমস্ত অর্থ শোধ করে দেন। কিন্তু দপ্তরের ভুলের কারণে সমস্ত অর্থ অন্য খাতে চলে যায়। দীর্ঘদিন পর সেই ভুল ধরা পড়ে। কাগজের ভুল নথিগুলি অনায়াসে সংশোধন করা যেত, কিন্তু সেই নিষ্ঠাবান মহিলা এমনটি পছন্দ করেন নি যে, তিনি প্রদত্ত অর্থ অন্য কোন খাত থেকে বের করে সঠিক খাতে নথিভুক্ত করবেন। তিনি একবার দিয়ে দেওয়া হিস্সা জায়েদাদের প্রায় পুরো অংশ পুনরায় দিয়ে দেন।

(আসহাহে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২)

আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে জামাতের পুরুষ ও মহিলাদেরকে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অসাধারণ নমুনা প্রদর্শনের তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে নিষ্ঠা এবং পুণ্য অনুসারে কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন। অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্য থেকে একটি অনন্য ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

এটি কাদিয়ানের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনা। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগের এক দরিদ্র মহিলার কুরবানীর ঘটনা আমার মা বার বার শোনাতেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি মজলিসে কুরবানীর জন্য আহ্বান করছিলেন। এই হতদরিদ্র মহিলাটি অস্থির হয়ে উঠছিল যে, ধনবানরা কুরবানী করে চলেছে, আর আমি তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। সে অস্থির হয়ে উঠে বাড়ি চলে যায়। বাড়ির আসবাব-পত্র বিক্রি করে ইতিপূর্বেই চাঁদা দিয়েছিল। আঙিনায় একটি মুরগী পেয়ে সেটিকে ধরে নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এরপর পুনরায় উঠে গিয়ে বাড়ি থেকে কয়েকটি ডিম নিয়ে আসে। কুরবানী করার তাড়না এতই প্রবল ছিল যে, সস্তিতে বসে থাকাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠছিল। এদিকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ভাষণ অব্যাহত রেখে চলেছিলেন। সে পুনরায় বাড়ি গিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল, যদি কিছু পাওয়া যায় তবে তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিব। তার স্বামী একটি ভাঙা খাটের উপর বসে ছিল। সে বলল, আর কি খুঁজছ, সবই তো দিয়ে এসেছ। বাড়িতে আর তো কিছু নেই। সে খোদার পথে সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করে দেওয়ার কসম খেয়েছিল। সে রুষ্ট স্বরে উত্তর দিল:

চুপ করে বসে থাক। আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাকেও বিক্রি করে চাঁদা দিয়ে দিতাম। "

(আহমদীয়াত পৃথিবীকে কি দিয়েছে? পৃষ্ঠা: ৪৯)

ইসলাম আহমদীয়াতের এই পাগলপারা কুরবানী এবং তাদের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আমাদের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে থাকবে। এক একটি উদাহরণ আমাদেরকে এই পথে চলারই হাতছানি দিচ্ছে। এই ঘটনাবলী কেবল পাঠ করে আনন্দিত হওয়ার জন্য নয়, বরং এই নমুনাগুলি আমাদেরকে নিজেদের জীবনেও এগুলি বাস্তবায়িত করতে উদ্বুদ্ধ করে। যারা এই পথ ধরে চলেছেন তারা তো নিজেদের গন্তব্য পেয়ে গেছেন। এখন আমাদের কর্তব্য হল, আমরাও যেন এই আর্থিক কুরবানীর পথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকি।

আমাদের একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পৃথিবী ক্ষণকালের মাত্র। আমাদের প্রত্যেকেই একদিন এই অস্থায়ী জগত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল আমরা পরকালের সফরের জন্য কতটুকু পাথেয় সঞ্চয় করেছি? যদি কেউ মনে করে যে, সে তার ধন-সম্পদ, অট্টালিকা, বিষয়-আশয়- সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবে, তবে তার থেকে বড় নিবোর্ধ কি আর কেউ আছে? প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে শূন্যহাতে আসে আবার শূন্যহাতেই ফিরে যায়। সমস্ত জাগতিক সম্পদ, এমনকি স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সব এই জগতেই থেকে যায়। মৃতের সঙ্গে যদি কিছু গিয়ে থাকে এবং উপকারে আসে তবে তা হল তার পুণ্য কর্ম।

পুণ্যকর্মের মধ্যে অন্যান্য পুণ্যের সঙ্গে আর্থিক কুরবানীর এক উচ্চ মর্যাদা আছে। যদি খোদা প্রদত্ত ধন-সম্পদ থেকে সানন্দে তাঁর পথে খরচ করা হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সম্পদ অর্জন করে নেওয়া হয়, তবে এই কুরবানীই সেই পাথেয় যা পরকালের জন্য মানুষ সঙ্গে নিয়ে যায় আর এটিই সেই প্রকৃত সম্পদ যা হাশরের ময়দানেও তাকে সাহায্য করবে।

অতএব আমরা যেন এমন ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হই যে, ইহজাগতিক ধন-সম্পদ পরকালেও উপকারে আসবে। সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান এবং সফল যে, এই নশ্বর সম্পদকে খোদার পথে উৎসর্গ করে বিনিময়ে সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের অবিনশ্বর সম্পদ ক্রয় করে নেয় এবং এমন প্ররোচনার ফাঁদে কখনো পা দেয় না যে, এই পথে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ ক্ষয় হয়। বস্তুতঃ খোদার পথে ব্যয় করলে ক্ষয় হয় না, বরং তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ফার্সি পঙক্তিতে বলেছেন-

খোদার পথে সম্পদ ব্যয় করে কেউ কখনো গরীব হয়ে যায় না। মানুষ যদি তাঁর পথে উদ্যম ও সাহসিকতা নিয়ে ব্যয় করে তবে খোদা তার সহায় হন।

দয়াবান ও কৃপালু খোদার জান্নাতের অভিলাষী প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য হল তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক কুরবানীর জন্য সকল ক্ষেত্রে এমনভাবে আগুয়ান হওয়া যেন, এই জীবনেই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ লাভ করে-

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

(আল-ফজর: ৩০-৩১)

অর্থাৎ তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 8 Aug, 2019 Issue No.32

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের মাধ্যমে প্রসারিত করে সমগ্র জগতকে একস্থানে সমবেত করা হবে। সেই সময়টিই আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদ হবে। ইনশাআল্লাহ। যতক্ষণ সেই ঈদ লাভ না হয়, কেবল এই ঈদগুলিতে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর বাণীকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। অতএব এর জন্য আমাদের চেষ্টা করা জরুরী।

বর্তমান বিশ্ব 'আল্লাহু আকবার' জয়ধ্বনিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কেননা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের কর্মধারা এমন যে আল্লাহু আকবর এবং আশহাদু আল্লাইলাহ ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দাহু ওয়া রাসুলাহু' শুনেই ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কাজ হল এই প্রিয় বাক্যের তাৎপর্য পৃথিবীর সামনে উজাগর করা যে প্রত্যেক জাতির মানুষ আশহাদু আল্লাইলাহ ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দাহু ওয়া রাসুলাহু' পাঠ করে বা উচ্চারণ করে প্রশান্তি লাভ করুক, আনন্দ লাভ করে। আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ রসূল করীম (সা.)কে গালি দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর উপর দরুদ প্রেরণ করায় প্রীত হয়। আর খোদা তা'লাকে দোষারোপ করার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান উচ্চারণকারী হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩)

সম্প্রতি জার্মানীতে একজন মুসলমানকে এজন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে সে দীর্ঘকাল পর তার বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে ফেলেছিল। পুলিশ তাকে সন্ত্রাসী মনে করে গ্রেপ্তার করে নেয়। কাজেই কেবল এই ভীতি দূর করাই আমাদের কাজ নয়,বরং আমরা চেষ্টা করছি জার্মান হোক ইংল্যান্ড, ইউরোপ হোক বা আমেরিকা বা পৃথিবীর যে কোন দেশই হোক না কেন, সেখানে বসবাসকারী মানুস 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করে যেন আনন্দ পায়। একমাত্র তখনই ঈদ হবে আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদ। ইনশাল্লাহ্ একদিন এমনটি হবে এবং অবশ্যই হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের মানুষ আঁ হযরত (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণ করবে। এই কথাগুলি কোন উন্মাদের অলীক স্বপ্ন নয়, কোন শিশুর কল্পনা নয়, বরং এগুলিল হল আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির ব্যাখ্যা যা একদিন অবশ্যই পূর্ণহবে। ইনশাআল্লাহ॥ এটি হল সেই প্রতিশ্রুতি- ; (আল মুজাদিলা: ২২) অর্থাৎ খোদা তা'লা অনাদি কাল থেকে নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন। কাজেই এটি হল ঐশী লিখন যা পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.)-এর নারাধ্বনি পৃথিবীতে পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে। প্রতিশ্রুত মসীহর দ্বারা প্রকৃত ঈদের আনন্দ এই উম্মত অবশ্যই লাভ করবে। এর জন্য আমাদের প্রত্যেককে নিজের সাধ্যানুযায়ী তবলীগ করার চেষ্টা করা উচিত যাতে সেই মহা সমাবেশ আমরা প্রত্যক্ষ করি যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের চেষ্টাসমূহের থেকে অধিক ফল দান করছেন আর পৌত্তলিকরাও একত্ববাদকে গ্রহণ করছে, কিন্তু এই কাজে আমাদের ক্ষিপ্রতা তৈরী করতে হবে। আফ্রিকা থেকে বহু মানুষের এই মর্মে চিঠি আসে যে তারা পৌত্তলিক ছিল এখন বয়আত করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পাঠ করছে। অনেকে আবার বয়োবৃদ্ধও ছিল যারা খৃষ্টধর্মের প্রতি আশ্বস্ত না হওয়ায় পৌত্তলিক হয়ে যায়। কিন্তু আহমদীয়াতে বাণী পৌঁছনোর পর তিনি সেই বাণী হৃদয়ঙ্গম করে বলেছে, এখন তো মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি আর এই মূহুর্তে ধর্ম পরিবর্তন করা কঠিন। তথাপি এই বাণী সত্য, এটিই প্রকৃত একত্ববাদ। নিঃসন্দেহে তোমাদের বাণীতে সত্য উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমাদের ছেলেরা এই বাণী গ্রহণ করেছে। আমি দোয়া করছি, আমার ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন এই একত্ববাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে।

অতএব এই বিপ্লব খোদা তা'লাই সৃষ্টি করছেন। কিন্তু এর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা পূর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। খোদা তা'লা আমাদের অন্তরসমূহকে জগতের কলুষতা মুক্ত করুন এবং এর স্থানে তাঁর প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত করুন। আমাদেরকে তাঁর ধর্ম, প্রতাপ এবং মর্যাদাকে পৃথিবীর সামনের তুলে ধরার তৌফিক দান করুন। আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতা এবং মর্যাদা সম্পর্কে আমরা যেন পৃথিবীবাসীকে অবগত করতে পারি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লক্ষ্যকে আমরা যেন পূর্ণতাদানকারী হওয়ার তৌফিক লাভ করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয় তাঁর ভালবাসায় আপ্লুত করেন। আমরা হযরত মসীহ মওউদ(আ.)এর পুস্তিকা আল ওসিয়্যতে বর্ণিত সেই উপদেশবাণী পালনকারী হই যেখানে তিনি বলেছেন

"খোদা তা'লা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদা তা'লার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে।

(আল ওসীয়্যত,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৬-৩০৭)

নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারাও আমাদের এই কাজ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আমাদেরকে তাঁর সহায়ক বানিয়ে নিন যাতে ইসলামের বিজয় এবং একত্ববাদের উপর পৃথিবীর একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ঈদের আনন্দ উদযাপনকারী হই এবং সেই ঈদের সাক্ষী হই যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

এখন এরপর আমরা দোয়া করব। দোয়ার পূর্বে আমি আপনাদেরকেও এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। দোয়া আল্লাহ্র পথে বন্দীদেরকে স্মরণ রাখবেন যারা কোন কোন স্থানে অত্যন্ত কষ্টে জেলে বন্দী দশা কাটাচ্ছেন আর আবহাওয়াও চরম রূপ ধারণ করেছে। শহীদদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে দোয়ার স্মরণে রাখবেন। জামাতের খাদিম, ওয়াকফীনে যিন্দগীদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। মুবাল্লিগীনদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের তবলীগের কাজে রত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্যে উদ্যম ও সাহসিকতার সঞ্চার করুন। তাদের মধ্যে বিশ্বস্তা তৈরী করুন এবং পূর্বের চেয়ে অধিক উদ্যমশীলতা তৈরী করুন যাতে তারা যেখানে যেখানে নিযুক্ত আছেন সেখানে তৌহীদের বাণী প্রত্যেকে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে পারেন এবং এই আধ্যাত্মিক খাদ্য-সম্ভার বিতরণকারী হন। সমস্ত আহমদীদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে যেন নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন, বিদ্বেষপরায়ণদের বিদ্বেষ ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। মুসলমান জাতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও যেন বিবেক বুদ্ধি দান করেন আর তারা মসীহ মওউদ কে মান্যকারী হয় আর যারা দাজ্জালের খপ্পরে পড়ে রয়েছে তার থেকে মুক্তি লাভ করে। তারা যেন নিজেদের হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

দোয়া করে নিন। আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি। পুনরায় ঈদের শুভেচ্ছা। আসসালামো আলাইকুম।

যুগ খলীফার বাণী

অসৎকর্মশীলদের প্রতি পুণ্য করাই আমাদের ধর্ম।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের জ্যোতিকে অব্যাহত রাখতে ইসতেগফার প্রয়োজন।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত: ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir